বিক্ষোভের চাপে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট

সারে-জমিন

বজ্রাঘাতে ৩০জন স্কুল ছাত্র-ছাত্রী আহত

রূপসী বাংলা

লিখতে গেলে ভাষাজ্ঞান জরুরি

সম্পাদকীয়

হোয়াটসঅ্যাপের ভয়েস মেসেজ রূপ নেবে টেক্সটে

টেক স্যাভি

শ্রীলঙ্কার অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হাসারাঙ্গা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১২ জুলাই, ২০২৪
২৮ আষাঢ় ১৪৩১
৫ মহর্‌রম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 187 ■ Daily APONZONE ■ 12 July 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিজেপি ও কিছু মিডিয়া রাজ্যকে বদনামের চেষ্টা করছে: মমতা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আড়িয়াদহে সাম্প্রতিক গণপিটুনির ঘটনায় বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ রাজ্যকে বদনাম করার চেষ্টা করছে বলে বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে মুম্বই যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অর্জুন সিং যখন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ ছিলেন, তখন দু'বছরের পুরনো একটি ঘটনা ভাইরাল হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, বুধবারের উপনির্বাচনের আগে বিজেপির নির্দেশে টিভি চ্যানেলগুলির একাংশ পুরনো ঘটনা বারবার দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপির পরাজয়ের জন্য মিডিয়া এবং বিজেপির একাংশ রাজ্যকে তাদের ড্যামেজ কন্ট্রোলের একটি অংশকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

ইনসাফ চেয়ে 'পুলিশি অত্যাচারে মৃত' সিদ্দিকের বাবা আদালতের দ্বারস্থ

হাসপাতাল ও ময়নাতদন্তের ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার লকআপে পুলিশি অত্যাচারে আবু সিদ্দিক হালদারের মৃত্যুর ঘটনার বিচার চেয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তার বাবা ইয়াসিন হালদার। সেই মামলার শুনানি হল বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাশে। এদিন শুনানি শেষ না হওয়া কিছু নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টে শুনানির পর বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ সেন পুলিশকে নিহতের ময়নাতদন্তের ভিডিও রেকর্ডিং সংরক্ষণ করতে হবে। নির্দেশ অনুসারে এই আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের ৪ জুলাইয়ের ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। ওই দিন আবু সিদ্দিককে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে যে শারীরিক পরীক্ষা করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে। ময়না তদন্তের ভিডিও রেকর্ডিং সংরক্ষণ করতে হবে ও নির্দেশ অনুসারে এই আদালতে হাজির করতে হবে।

ওখান থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাসের স্বস্তিক সেবা সদনে ভর্তি করা হয়েছিল আবু সিদ্দিককে। স্বস্তিক সেবা সদনের সিসিটিভি ফুটেজ ৮ জুলাইসকাল ৮ টা থেকে সারা দিনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। যে পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ উঠেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শককে এই আদেশটি কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল এবং স্বস্তিক সেবা সদনকে উপরে উল্লিখিত ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আজ শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে।

এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা তার নির্দেশে আবু সিদ্দিকের বাবার তরফে আইনজীবী যে আর্জি করেন তার সারমর্ম তুলে ধরেন। তাতে বলা হয়, আবেদনকারীর ছেলেকে ২০২৪ সালের ২ জুলাই হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল যেখানে তাকে পুলিশ নির্মম নির্যাতন করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৪ জুলাই তিনি জামিনে মুক্তি পান। রিট পিটিশনে আবেদনকারী বলেছেন, ছেলের জামিনের জন্য তদন্তকারী অফিসারকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। ৫ জুলাই থানায় নির্যাতনের কারণে তার ছেলেকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবেদনকারীর ছেলের মৃত্যু শেষ হয়েছে ৮ জুলাই। নিহতের মা অর্থাৎ আবেদনকারীর স্ত্রী সুন্দরবন জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন। আবেদনকারী তার ছেলের মৃত্যু সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য প্রার্থনা করেছেন। আবেদনকারী জানিয়েছেন, মৃতের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে কি না, তা তিনি জানেন না। ছেলের কোনও মেডিক্যাল ডকুমেন্ট তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আবেদনকারী তার ছেলের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একেবারেই অবগত নন। রাজ্যের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট জানান, নির্দেশের ভিত্তিতে একটি ময়নাতদন্ত করা

হয়েছিল এবং সেটির ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী জানিয়েছেন থানার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ৩ জুন, ২০২৪ বা তার পর থেকে অকেজো ছিল এবং এটি ওয়েবেল কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। সিসিটিভি না থাকার তথ্য ২৫ জুন কাকদ্বীপের বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্যামেরা অবহিত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৯ জুলাই নিহতের মায়ের দায়ের করা অভিযোগের জবাব দেয় পুলিশ। তবে, আবু সিদ্দিকের বাবার আইনজীবী ঢোলাহাট হাট থানায় আবু সিদ্দিকিকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া অভিযোগ তোলেন আদালতে।

আবু সিদ্দিকের বাবা ইয়াসিন হালাদারে পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের মামিল হওয়া আইনজীবীরা হলেন শামিম আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ, অর্ক রঞ্জন ভট্টাচার্য, গুলশানারা পারভিন ও শালিনী ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়অল করেন শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাংশু দিন্দা।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী বলেন, গত ৩ জুলাই নিহতের কাকা মহসিন হালদার থানায় সোনার গয়না এবং নগদ টাকা চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে ৪ জুলাই ভোর ৩টে ৪৫ মিনিটে আবুকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরের দিন আদালত জামিনে মুক্তি দেয় তাঁকে। আইনজীবী আরও দাবি করেন, মৃতের জন্ডিস ছিল। তাই তাঁর ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেশি ছিল। যদিও ঘটনার পর জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেছিলেন, তিনি অসুস্থ ছিলেন না।

অপরদিকে আবু সিদ্দিকের বাবার আইনজীবীরা যে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে ধরেন আদালতে তার মধ্যে অন্যতম হল:

■ আবেদনকারীর ছেলে আবু সিদ্দিক হালদারকে একটি চুরির মামলায় গ্রেফতারের পর ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০ টা পর্যন্ত ঢোলাহাট থানায় পুলিশ হেফাজতে নির্মম নির্যাতন করা হয়।

▶ *এরপর ছয়ের পাতায়*

দেশে বেকারত্ব মহামারী আকার নিয়েছে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন যে "বেকারত্বের রোগ" ভারতে একটি মহামারীর আকার নিয়েছে এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি "এই রোগের কেন্দ্রস্থল" হয়ে উঠেছে। গুজরাটের ভারুচ জেলার আঙ্কলেশ্বরে ৪০টি শূন্যপদের জন্য একটি সংস্থার ওয়াক-ইন ইন্টারভিউতে প্রায় ৮০০ মানুষ হাজির হওয়ার পর পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির ঘটনা নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল, সেই হোটেলের প্রবেশপথের দিকে যাওয়ার র‍্যাম্পে প্রার্থীরা পায়ের আঙুল ধরার চেষ্টা করার সময় ধাক্কাধাক্কি ও ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে বিশাল লাইন চিহ্নিত করা হয়েছিল। অবশেষে র‍্যাম্পের রেলিং ভেঙে পড়ে, যার ফলে বেশ কয়েকজন প্রার্থী পড়ে যান, যদিও কেউ আহত হননি।

এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্টে রাহুল বলেন, "ভারতে 'বেকারত্বের রোগ' মহামারীর আকার নিয়েছে এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি এই রোগের 'কেন্দ্র' হয়ে উঠেছে। অভিন্ন চাকরির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নরেন্দ্র মোদির 'অমৃতকাল'-এর বাস্তবতা। ভিডিওটি শেয়ার করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও বিজেপিকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, গত ২২ বছর ধরে বিজেপি গুজরাতের মানুষের সঙ্গে যে 'প্রতারণার মডেল' খেলেছে, এই ভিডিওটি তারই প্রমাণ। মোদি সরকার যেভাবে গত ১০ বছর ধরে যুবকদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যত নষ্ট করেছে, এই ভিডিওটিও তার একটি অকাট্য প্রমাণ।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষা মাফিয়া এসব নিয়েও সরব হন খাড়গে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

উলুবেড়িয়ায় টাস্কফোর্সের সব্জির বাজার পরিদর্শন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্রিয় হল হাওড়া জেলা প্রশাসনভ বৃহস্পতিবার হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের অন্তর্গত উলুবেড়িয়ার বাজারপাড়া এলাকার সব্জির বাজার পরিদর্শন করলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। এদিন সব্জি বাজারগুলোতে হানা দেয় টাস্ক ফোর্স। সব্জির দাম কেন বেশি নেওয়া হচ্ছে, গুদাম ঘরে কোন সব্জি কী অবস্থায় রয়েছে এসব জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে বাগনান থানার অন্তর্গত স্থানীয় শাকসব্জি এবং মাছ বাজার যৌথ পরিদর্শন করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার এনফোর্সমেন্ট অফিসার অনিল সাউ,বাগনান-১নং ব্লকের বিডিও মানস কুমার গিরি এবং বাগনান থানার আইসি অভিজিত দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

প্রতিবন্ধী পুত্র শিকলবন্দি বাবার হাতে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এক কিশোরকে অমানবিকভাবে শিকল বন্দি করে রেখেছে নিজের বাবা-মা, এমনই দৃশ্য ধরা পরল পুরাতন মালদা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী সামুন্ডাই কলোনি এলাকায় । শিকল বন্দি মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোরের নাম সুজিত মন্ডল (১৫), বাবা উজ্জ্বল মন্ডল এবং মা মাম্পি দেবী।
বাবা সামান্য লরিচালক৷ মা গৃহবধূ৷ এদিকে ছেলে জন্ম থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন৷ তার ভয়ে তটস্থ গোটা পাড়া৷ এমনকি বাবা-মাও৷ ছেলের ভয়ে একমাত্র মেয়েকেও বাড়িতে রাখতে পারেন না তাঁরা৷ ছাড়া পেলেই ছেলে গোটা পাড়া দাপিয়ে বেড়ায়৷ কাউকে ইট ছুড়ে মারে অথবা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়৷ তার জন্য পাড়ার লোকজনের মার খেতে হয়েছে ছেলের সাথে মাকেও।

বাসের ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ইলামবাজারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর ইলামবাজার রোডে কাশিপুর এলাকায় এক মৃতদেরকে ঘিরে চাঞ্চল্য।। বোলপুর সন্নিকট কাশীপুর এলাকায় আলাই খান (৫৫) কাঁঠাল নিয়ে সাইকেলের চেপে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অপর দিক থেকে অবৈধ বালি বোঝায় ডাম্পার কে তারা করছিল পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হতে গিয়ে অপর দিকে যাত্রী বোঝায় বাস এসে ধাক্কা মারে এবং বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান ওই ব্যক্তি। গ্রামবাসীর অভিযোগ দিনের পর দিন পুলিশ এইভাবে বালির গাড়ি তারা করে। আজকে দুর্ঘটনার জন্য পুলিশকে দায়ী করেন গ্রামবাসী।

সিদ্দিকের মৃত্যুতে দোষী পুলিশের শাস্তি দাবি এসডিপিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঢোলা

আপনজন: মঙ্গলবার হৃদয় স্পর্শকাতর এক ঘটনার সাক্ষী থাকল বাংলা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত শরৎ নগরের ঘাটবকুলতলা গ্রামের ২২ বছরের আবু সিদ্দিক হালদার নামের এক যুবককে ২ তারিখ মধ্য রাতে বাড়ি থেকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ । যার ফলে মারা যায় আবু সিদ্দিক। ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার এসডিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক এ কে এম গোলাম মোর্তোজার নেতৃত্ব এসডিপিআই-এর এক প্রতিনিধি দল নিহত আবু সিদ্দিকের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন । প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য কোষাধ্যক্ষ মোঃ আফতাব আলম, আইনজীবী আনিসুর রহমান ও স্থানীয় কর্মীরা। পরিবারের সদস্যদের ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানা যায় সিদ্দিক পুলিশের মারের ফলেই মারা যান। পুলিশ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির মামলা করে। যে পুলিশের বিরুদ্ধে মারার অভিযোগ তিনি যে থানাতেই যান সেখানেই তিনি সাধারণ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। পুলিশ সিদ্দিকের পরিবারের কাছ থেকে নগদ টাকাও আদায় করেছেন সিদ্দিককে না মারার শর্তে। রাজ্য সম্পাদক এ কে এম গোলাম মোর্তোজা দাবি করেন অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে নিরপরাধ মানুষকে খুনের মামলা করতে হবে। অবিলম্বে গ্রেপতার করতে হবে। আইনী প্রক্রিয়ায় কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান। সাথে সাথে যতো গুলো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সবার সাথে বৈঠক করে বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তোলার আশ্বাস দেন রাজ্য কোষাধ্যক্ষ মোঃ আফতাব আলম।

হরেকৃষ্ণকে রক্ত দিয়ে বাঁচালেন নূর সেলিম

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: সম্প্রীতির অনন্য নজির ! ক্যান্সারের রোগী হরে কৃষ্ণ মন্ডলের জন্য বিরল গ্রুপের রক্তদানে এগিয়ে এলেন মুসলিম যুবক। রক্ত পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন পরিবার।
জানা যায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ৫৬ বছর বয়সী হরে কৃষ্ণ মন্ডল একজন ব্লাড ক্যান্সারের রোগী। রক্ত জনিত সমস্যায় বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি আছেন। প্রয়োজন পড়ে ও পজেটিভ রক্তের। কিন্তু পরিবারের লোক কোথাও কোনোভাবে রক্তের ব্যবস্থা করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে যোগাযোগ করেন সমাজের বন্ধু মোরা সংস্থার কর্ণধর মোহাম্মদ জাইনুল হকের সাথে । সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় রক্তের। অবশেষে লালগোলার বাসিন্দা নূর সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজি হয়ে যান।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করে আসেন তিনি। পরিবারের লোকেরা বলেন আমরা রক্তের জোগাড় করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়ি। সমাজের বন্ধু মোরা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা ব্যবস্থা করে দেয়। নূর সেলিমের রক্ত যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হরে কৃষ্ণ মন্ডলের পরিবার। আর এই ঘটনা রাজ্যের সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

ওবিসিদের অধিকার ফেরাতে রাজ্যকে সক্রিয় হতে হবে: কামরুজ্জামান

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টরা। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ২০১১ সালের পর রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল বলে দিয়েছে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে এদিন ওবিসি কনভেনশনে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। তিনি বলেন, মূলত আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে যে অনুষ্ঠান সেখানে ওবিসি সংরক্ষন নিয়ে দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন।
কামরুজ্জামান বরেন, রাজ্য সরকার ওবিসি অধিকার ফেরাতে আদালতে সকিয় না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।
বক্তব্য রাখেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত সমাজসেবী নাজিমুদ্দিন ফারুকী, বিধায়ক ও প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ন কবীর, আসামের প্রাক্তন বিধায়ক, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীরে হালকা ডা. মশিউর রহমান, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি আনোয়ার হোসেন কাশেমী, খলিল মল্লিক সহ অন্যান্যরা। সঞ্চালনা করেন নাজমুল আরেফিন।

বজ্রাঘাতে ৩০জন স্কুল ছাত্র-ছাত্রী আহত

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দুপুর পরে হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ তার পরে শুরু হয় বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টির সময় চলছিল স্কুল,এমত অবস্থায় স্কুল প্রাঙ্গণে একটি গাছের উপর পড়ে বাজ তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা।এমনি ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল বিকেলের ভগীরথ পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থানীয় সূত্রে জানাযায় প্রায় ৩০ জনের বেশি স্কুল পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে,স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষেরা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে যদিও মৃতের খবর পাওয়া যায়নি স্কুল পড়ুয়াদের মধ্য।ঘটনায় স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেলিম রেজা বলেন ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্য জনক আমার চাকরি জীবনে এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি ,আল্লাহুর অশেষ কৃপায় সকলে বেছে গেছি ,এখনও আতঙ্ক রয়েছে আমাদের মধ্য ,তিনি আরো বলেন এখন পর্যন্ত ২৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।সংখ্যা বাড়তে পারে।স্থানীয় তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান হঠাৎ বৃষ্টির সময় বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা তখনই স্কুল থেকে কান্নার আওয়াজ আসে, কান্নার আওয়াজ পেয়ে ছুটে যায় স্কুলে স্কুলে গিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানেই এক ঘন্টা চিকিৎসা চলার পরে শারীরিক সুস্থতার পরেই পড়ুয়াদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অপর দিকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গীর ঘোষপাড়া অঞ্চলের সীমান্তের চরে পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় তখনি বজ্রপাতে মৃত্যু হয় এক কৃষকের। মৃত কৃষকের নাম আবু সালাম মন্ডল ৫০, বাড়ি ঘোষপাড়া সর্বপল্লি গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও বিএসএফ সহ পরিবারের সদস্যরা,আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় হাসপাতালে ছুটে আসেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা তিনি মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান ও সরকারি সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি দপ্তরের জানিয়েছে বলে জানান। পরে ঘটনা স্থলে যায় ব্লক আধিকারিকরা, সরকারি সব রকম সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ব্লক আধিকারিক। মৃতের জামাই সোয়েন দফাদার জানান পাটের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করে সাইকেল করে বাড়ি ফেরার সময় মাঠের মধ্য বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাজিদের স্বাগত জানাতে

আপনজন: পবিত্র হজ মোবারক সম্পূর্ণ করে কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে আসা হাজী সাহেবদের স্বাগত জানাতে দোয়া নিতে উপস্থিত হয়েছিলেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ফুরফুরা শরীফের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ এসইউসিআইয়ের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: সুন্দরবনের রায়দীঘির আটেশ্বরতলা থেকে কোম্পানির ঠেক পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন এসইউসিআই এর।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি বিধানসভার অন্তর্গত আটেশ্বরতলা থেকে কোম্পানির ঠেক হয়ে মুখার্জির চক পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা টি দীর্ঘদিন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে।বৃহস্পতিবার এসইউসিআই দলের রাধাকান্তপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।এদিন এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই এর লোকাল কমিটির সম্পাদক জনার্দন হালদার , মহাদেব হালদার, জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য গুণসিন্ধু হালদার, রেনুপদ হালদার, বিশ্বনাথ সরদার,গোপাল হালদার সহ আরোঅনেকে। পরে রায়দিঘি থানার হস্তক্ষেপে এই অবরোধ ওঠে।এ দিনের এই আন্দোলনে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র যুব মহিলা সহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রসূতি মা সহ অন্যান্য রোগীদের এম্বুলেন্সে রায়দিঘি গ্রামীন হাসপাতালে যেতে হয়। কোম্পানিঠেকে আছে সবজি বাজার,কোম্পানীর ঠেকে আছে বিডিও,থানা, বিএলআর ও, ব্যাংক সহ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি অফিস। এই রাস্তা দিয়ে রায়দিঘি কলেজ সহ প্রায় ১০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতায়াত করেন। এদিন এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়,আমরা এই বিষয়টি বহুবার প্রশাসনকে জানানোর পরে

ওবিসি নিয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতারা

আপনজন ডেস্ক: বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি অফিসে হাইকোর্ট কর্তৃক ওবিসি 'কোটা বিলোপ' রায়ের উপর এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। উক্ত সভায় সমিতির সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তাহেরুল হক মুসলিম ও পিছরেবর্গের বর্তমান সমাজে করুণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওবিসি কোটা প্রবর্তনে সরকারি চাকুরি তথা অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে ক্ষীন আশার আলো তারা দেখতো তা একেবারে নিভে গেল। অতঃপর সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল্লাহ বলেন, হাইকোর্ট ওবিসি গোটা বিলোপ সাধনের যে রায় দিয়েছে তা বাংলার মানুষের কাছে বৈষম্য মূলক ও দুঃখ অনুতাপ এর বিষয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম, পিছরেবর্গ, নিম্নবিত্ত ও দারিদ্র শ্রেণীর জন্য ওবিসি কোটা তথা অন্যান্য বিশেষ ভাতা প্রচলন আছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই আচরণ বৈষম্য মূলক ও ন্যায় সংগত নয় বলে আমরা মনে করি। এই শ্রেণীর মানুষ দেশের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মতো। তাদের দাবি আদায়ের তথা দুঃখ, কষ্ট, বিপদ-আপদ এর পাশে যদি আমরা দাঁড়াতে না পারি তাহলে মানুষ নামের অযোগ্য। সেজন্যে ওবিসি বিলোপ সাধনের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আন্দোলনে আত্রো প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ও নিজেদের অহংকার বোধ নিয়ে আমরা ছোট সংগঠনে ক্যাম্প, দল উপদল করে বিভক্ত হয়ে গেছি। ফলে দেশ বা সরকারের কাছে চাওয়া পাওয়া দাবি আদায়ের মূল্যহীন হয়ে পড়েছি। ওবিসি দাবি আদায়ের এক হই, সংবদ্ধ হই, সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়।
এছাড়া প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আমানুল্লাহ, রেজাউ করিম, সেখ শামসুল হক ও সেখ শামসুদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শাহনওরাজ রহমাতুল্লাহ, ফরিদউদ্দিন, সাইফুদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক নুর নবি জমাদার ছাড়াও বহু শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী অদ্যাকার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জল সংকট নিরসনে জল প্রকল্প রামপুরহাট পৌরসভা এলাকায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: দৈনন্দিন মাত্রাতিরিক্ত হারে বাড়ছে তাপপ্রবাহ। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত তথা খরার প্রাদুর্ভাব লক্ষনীয়।সেই হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিচ্ছে জল সংকট।আর এই জল সংকটের কারণে পানীয় জল সরবরাহ করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা গেছে।সদ্য রামপুরহাট পৌরসভা এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।সেই জল সংকট নিরসনে রামপুরহাট পৌরসভা বড় ভূমিকা পালন করতে চলেছে।তারই পূর্ব আভাস তথা আনন্দ সংবাদ জানান দিতে বৃহস্পতিবার রামপুরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জল প্রকল্পের রূপ রেখা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্বরা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল যে রামপুরহাট পৌরসভার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কোন না কোন পাড়ায় জলের সমস্যায় ভুগছেন । সেজন্য জলের কষ্ট দূরীকরণ করতে একটি নতুন জল প্রকল্প চালু করবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেটি তৈরি হবে বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বৈধরাই। এই প্রকল্পটির মোট খরচ হবে ৭৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি চালু হয়ে গেলে রামপুরহাট শহরে আর জল সংকট রইবে না বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তিনি হকার উচ্ছেদের

২১ শে জুলাই প্রস্তুতি সভায় লোক সভার ফল নিয়ে ক্ষোভ বিধায়কের

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: লোক সভায় জয়ী হলেও নিজের বিধানসভা এলাকায় ফল খারাপ হাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়। বৃস্পতিবার বিকেলে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লালন সংস্কৃতি সদন হলে বৈঠক করেন। যেখানে সারা জেলায় গতবারের থেকেও বেশি ব্যবধানে জিতেছেন শতাব্দী রায়। অথচ নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় আশানুরূপ ফলাফল না হাওয়ায় তিনি হতাশ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই ইঙ্গিত দেওয়া ছিল ফলাফল খারাপ হবে। বিধায়ক থেকে নেতারা শেষ চেষ্টাটা করেছিলেন সেটাকে মেরামতি করার জন্য। কিন্তু সেটা এখনো সম্ভব হয়নি। লোকসভা ভোটে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবারের লোকসভা ভোটের পরে, বিধানসভা ভোটের কথা চিন্তা করে আগে ভাগেই কর্মীদের তিনি সতর্ক করলেন। সেটা বেছে নিলেন একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিকে। তৃণমূলের শহীদ দিবসের দিন এলাকা থেকে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য কি কি প্রস্তুতি নেওয়া হবে।সেই বিষয়ে আলোচনা হলেও গত পঞ্চায়েত এবং লোকসভায় এলাকা থেকে যে ভাবে তৃণমূলের ভোট কমে যাচ্ছে তাতে তিনি হতাশার সুরে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নির্বাচনের সময় যারা দলে থেকে দল বিরোধী কাজ করেছে। প্রত্যেকটাই কিন্তু দলের কাছে খবর আছে বলে জানান। এখন দল কি ব্যবস্থা নিচ্ছে সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

উচ্চশিক্ষা স্থায়ী কমিটি বালুরঘাট কলেজে

অমরজিৎ সিংহ রায় ●

আপনজন: বিধানসভার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যরা পরিদর্শনে এলেন বালুরঘাট কলেজে। এদিন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ পঙ্কজ কুণ্ডু সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরা। 'স্টাডি ট্যুর' নামের এই পরিদর্শনে সব মিলিয়ে সাতজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ কুন্ডু বলেন, 'বিধানসভার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যরা পরিদর্শনে এসেছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মন্ডল এর নেতৃত্বে তাঁরা এই পরিদর্শন এসেছিলেন। মূলত কলেজের পঠন-পাঠন কিরকম চলছে, স্টুডেন্ট ফিস কত নেয়া হয়, কলেজে হোস্টেল রয়েছে কিনা, সব মিলিয়ে পরিকাঠামো সহ নানা বিষয় খতিয়ে দেখেন।

সবজির দাম কমাতে সক্রিয় বাঁকুড়া প্রশাসন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দেরীতে হলেও ঘুম ভাঙল এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও কৃষি বিপনন দফতরের, বাজারে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা সবজীর দামে লাগাম পরাতে বাঁকুড়ায় মাঠে নামল দুই দফতর ।
মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী আলু পেঁয়াজ সবজীর উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা বাজারদর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সরকারি বিভিন্ন দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দাম কমানোর জন্য বেঁধে দিয়েছিলেন ১০ দিনের সময়সীমা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর দেরীতে হলেও অবশেষে ঘুম ভাঙল বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের। বাজারে বাজারে ঘুরে সবজীর দাম খতিয়ে দেখল এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও কৃষি বিপনন দফতরের যৌথ আধিকারিক দল। সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল সবজির দর।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে হামলার হুমকি, স্পর্শকাতর স্থানের ভিডিও প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে হামলার হুমকি দিয়েছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিরা। এমনকি সৌদির স্পর্শকাতর বেশ কয়েকটি স্থানের ড্রোন ফুটেজও প্রকাশ করেছে শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।
মিডল ইস্ট মনিটরের খবর অনুযায়ী, গত সোমবার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। ওই ভিডিওয়ের শিরোনাম 'জাস্ট ট্রাই ইট'।
মূলত, ইয়েমেনের প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হুতিদের দমাতে কয়েক মাস ধরে বিমান হামলা করে আসছে পশ্চিমারা। এতদিন ধরে চেষ্টা করলেও ইরানপন্থী এই গোষ্ঠীটিকে থামাতে পারেনি তারা। তবে এবার তারা হুতিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে ইয়েমেনি গোষ্ঠীটি। হুতিদের গণমাধ্যম বিভাগ থেকে প্রকাশ করা ওই ভিডিওতে রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও রাস তনুরা, জিজান ও জেদ্দা বন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি ও ড্রোন ফুটেজ দেখানো হয়েছে।
এই ভিডিওয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে বক্তব্য দেন হুতি নেতা আব্দুল মালিক আল-হুতি। তিনি বলেন, আমেরিকানরা আমাদের বার্তা পাঠিয়েছে যে তারা সৌদি সরকারকে আগ্রাসী পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দেবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে মার্কিনিরা সফর করেছেন। সৌদি আরবকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি বার্তায় আব্দুল মালিক বলেন, আমেরিকা তোমাদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। তুমিও যদি এটা চাও তাহলে চেষ্টা করেই দেখো। আর তুমি যদি নিজের ভালো চাও, তোমার দেশের ও অর্থনীতির স্থিতিশীলতা চাও, তাহলে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে তোমাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করো।
তিনি আরো বলেন, মার্কিনিরা তোমাদের ফাঁদে ফেলতে পারলে সেটা তোমাদের ভয়ংকর বোকামি এবং বড় ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে যেকোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের মোকাবেলা করা আমাদের অধিকার।

'ধনুক' দিয়ে বিবিসির সাংবাদিকের স্ত্রীসহ দুই মেয়েকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের পূর্ব ইংল্যান্ডের হার্ডফোর্ডশায়ারের বুশে শহরে বিবিসির এক সাংবাদিকের স্ত্রী এবং তার দুই মেয়েকে ক্রসবো (এক ধরনের তির-ধনুক) দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। উত্তর লন্ডনের একটি কবরস্থানের কাছে ২৬ বছর বয়সী কাইল ক্লিফোর্ড নামের ওই সন্দেহভাজনকে আহত অবস্থায় আটক করা হয়। তাকে ধরতে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভের রেসিং বিভাগের ধারাভাষ্যকার জন হান্টের স্ত্রী ক্যারল হান্ট (৬১) এবং তার দুই কন্যা হান্না হান্ট (২৮) ও লুইস হান্ট (২৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সামনে আসতেই বিবিসিসহ যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিবিসিতে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন হান্ট।
সংবাদমাধ্যম এবং রেসিং সমর্থকদের মধ্যেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। জন হান্টের পরিবারকে ভালোভাবে চেনেন এমন এক নারী ওই পরিবার সম্পর্কে বলেন, তারা খুবই আন্তরিক, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কোমল মনের মানুষ। তারা সব সময় অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, মঙ্গলবার বুশি শহরের অ্যাশলি ক্লোজ এলাকার একটি বাড়িতে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় তিনজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং ঘটনাস্থলেই তারা মৃত বলে নিশ্চিত হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বিক্ষোভের চাপে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়া তার মন্ত্রিসভার বাকি সব সদস্য ও অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করেছেন। দেশব্যাপী সরকারবিরোধী বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের কথা শুনে তিনি এ পদক্ষেপ নিলেন। তবে তিনি কবে নতুন সরকার গঠন করবেন তা জানাননি।
এ ছাড়া রুটো জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন, তিনি পূর্ব আফ্রিকার দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেলকেও বরখাস্ত করছেন।
তবে ডেপুটি প্রেসিডেন্টের কার্যালয় এ সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হবে না। কারণ তিনি আইনত বরখাস্ত হতে পারেন না। সেই সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদসচিবও তার দায়িত্বে বহাল থাকবেন, যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীও।
দেশটিতে পরিকল্পিত কর বৃদ্ধির ফলে তরুণ নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল।
এতে রুটো সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার দুই বছরের মধ্যে এ বিক্ষোভ তার জন্য সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করেছিল। বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩৯ জন নিহত হয়েছে। গত মাসে কিছু বিক্ষোভকারী দেশটির পার্লামেন্টেও হামলা চালায়। রুটো তার ভাষণে আরো বলেন, 'আমি অবিলম্বে বিভিন্ন সেক্টর এবং রাজনৈতিক সংগঠন ও অন্য সরকারি-বেসরকারি কেনীয়দের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শে নিযুক্ত হব, যাতে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা যায়।' কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এই প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রধান সচিব ও অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় সরকারের কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে। আমি যথাসময়ে অতিরিক্ত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের ঘোষণা দেব।'
গত সপ্তাহে রুটো প্রস্তাব করেছিলেন, প্রায় ২৭ লাখ মার্কিন ডলার বাজেটের ঘাটতি পূরণ করতে প্রায় সমান পরিমাণে ব্যয় হ্রাস ও অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া হবে। কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কারণে এ ঘাটতি হয়েছে।
এর আগে গত সপ্তাহে রুটো বিভিন্ন সরকারি সংস্থাজুড়ে বেশ কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছিলেন। জনরোষের পর তিনি তার মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ সদস্যদের জন্য প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধি বন্ধের আদেশ দেন।
রুটো কেনীয়দের চাপের মধ্যে রয়েছেন, যারা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন এবং সরকারের কাছ থেকে আরো জবাবদিহির দাবি করছেন। যদিও তিনি বিতর্কিত কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছেন। তবে কিছু বিক্ষোভকারী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছে।
দেশটিতে শেষবার সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত করা হয়েছিল ২০০৫ সালে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এমওয়াই কিবাকি নতুন সংবিধানের ওপর গণভোটে হেরে যাওয়ার পরপরই তা করেছিলেন।

ইসরায়েলের সঙ্গে কবে সংঘাতে জড়াতে পারে হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা ৭ অক্টোবরের পর থেকে নাটকীয়ভাবে তীব্র আকার ধারণ করে। দুই পক্ষকে পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের কিনারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। সম্প্রতি সংঘাতের তীব্রতা ও মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে দুই পক্ষ যেকোনো সময় সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে। আমরা যখন যুদ্ধের কিনারে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলছি, তার মানে হচ্ছে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির কাছাকাছি একটা জায়গায় চলে এসেছে। সম্প্রতি দুই পক্ষের মধ্যে হিংসা-বৈরিতা যেভাবে বেড়েছে, সেটাকে সংঘাতের গতিমুখ বদলে দেওয়ার একটা সূচনাবিন্দু বলে মনে হতে পারে। তবে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে তারা এখনই যুদ্ধে জড়াতে চায় না। হিজবুল্লাহ তখনই লড়াইয়ে নামবে, যখন হামাস পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে। যুদ্ধের জন্য এখনো উপযুক্ত সময় আসেনি। হিজবুল্লাহর জন্য রেডলাইন হলো গাজায় হামাসের পূর্ণ পতন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে, আপাতভাবে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল– দুই পক্ষের কারোরই বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রমের অভিপ্রায় নেই। তবে তাদের মধ্যে চলমান পাল্টাপাল্টি হামলা এবং গাজা সংঘাতের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে দুই পক্ষের কোনো একটা পক্ষ বড় কোনো ভুল করে বসতে পারে। তাতে যেকোনো সময়ই সরাসরি যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ইসরায়েলি নিরাপত্তাবিষয়ক থিংক ট্যাংক ইসরায়েলি ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ (আইএনএসএস) জানিয়েছে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে ইসরায়েল। মূলত হিজবুল্লাহর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিপুল অস্ত্রের মজুতের কারণেই ইসরায়েল ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লেবাননের সম্প্রচারমাধ্যম আল-মায়েদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি এই থিংক ট্যাংকটি ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে হিজবুল্লাহর সঙ্গে চলমান সংঘাত যদি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয় তাহলে এর ফলাফল কী হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছে। বিশেষ করে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা ক্রমাগত হিজবুল্লাহর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের হুমকি দেওয়ার কারণে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
আইএনএসএস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৮ অক্টোবরের পর থেকে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের ৫ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র-রকেটসহ বিভিন্ন ধরনের হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোলা, অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব হামলার অধিকাংশই প্রায় নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

ন্যাটো-রাশিয়া সংঘাতের বিষয়ে এরদোয়ানের সতর্কবার্তা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের যেকোনো সম্ভাবনা 'উদ্বেগজনক'– তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান বৃহস্পতিবার এ কথা বলেছেন। তার দেশের সরকারি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এ তথ্য জানিয়েছে।
এরদোয়ানের এই মন্তব্য এমন সময় এসেছে, যখন ন্যাটোর নেতারা ওয়াশিংটনে জড়ো হয়েছেন এবং ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, রাশিয়া জোটটি থেকে 'খুব গুরুতর হুমকি' রোধে 'প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা' পরিকল্পনা করছে।
ন্যাটো সম্মেলনের জন্য তুর্কি প্রেসিডেন্টও ওয়াশিংটনে রয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এই রকম পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করতে পারে–এমন যেকোনো পদক্ষেপ সচেতনভাবে এড়ানো উচিত।'
অন্যদিকে রুশ সংবাদ সংস্থাগুলো পেসকভের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, পশ্চিমা সামরিক জোট এখন 'ইউক্রেন সংঘাতে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছে'।
২০২২ সালে ইউক্রেনে মস্কোর পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকে ন্যাটো সদস্য তুরস্ক কৃষ্ণ সাগরে তার দুই প্রতিবেশী রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।
দেশটির সরকার কিয়েভ ও মস্কোর মধ্যে শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করতে চাইছে। এ ছাড়া গত বছর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করে এরদোয়ান বলেছিলেন, ইউক্রেন 'নিঃসন্দেহে' ন্যাটোর সদস্য পদ পাওয়ার যোগ্য।

গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে লড়া তুর্কিদের নাগরিকত্ব প্রত্যাহারে বিল পাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাজুড়ে গণহত্যামূলক যুদ্ধ চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ)। তুরস্কের সংসদ বুধবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ যুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে অংশগ্রহণকারী তুর্কি নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিল ও তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি বিল উপস্থাপনের পরপরই পাস হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জেকেরিয়া ইয়াপিসিওগ্লুর নেতৃত্বাধীন হুদা পার (ফ্রি কজ) পার্টি বিলটি প্রস্তাব করেছিল।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধে প্রায় চার হাজার তুর্কি-ইসরায়েলি নাগরিকের অংশগ্রহণ নির্দেশ করে, তারা ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনীর গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে। তিনি জানান, ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক পরিষেবা দেওয়া দ্বৈত নাগরিকদের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। তিনি বলেন, 'যারা যুদ্ধাপরাধে অংশ নেয় এবং তুরস্কে সাধারণভাবে জীবন কাটাতে ফিরে আসে, যেন তারা কিছুই করেনি, তাদের সম্পর্কে আমরা নীরব থাকতে পারি না।' অন্যদিকে ফ্রি কজ পার্টির সদস্য সেরকান রামানলি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, যে তুর্কি-ইসরায়েলি দ্বৈত নাগরিকরা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে যোগদান ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া উচিত এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা উচিত। অতএব আমরা এই বিলটি উপস্থাপন করছি।' তিনি আরো বলেন, 'আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, আমাদের সক্রিয়ভাবে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু বিচার মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।' তিনি সংসদে প্রশ্ন রাখেন, 'আমরা ৯ মাস ধরে অপেক্ষা করছি কেন?'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ম্যাক্রোঁর

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের অভিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অ্যামিচাই চিকলির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এ ইস্যুতে নালিশও জানিয়েছেন তিনি।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি।
গত ৩০ জুন ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর চার দিন আগে ইসরায়েলের বেতার সংবাদমাধ্যম কান ব্রডকাস্টারকে একটি সাক্ষাৎকার দেন অ্যামিচাই চিকলি। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যদি লে পেন (ম্যাক্রোঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডানপন্থি নেত্রী ম্যারিন লে পেন) ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে তা ইসরায়েলের জন্য দারুন একটি সুখবর হবে। আমি এর পক্ষে অন্তত ১০টি যুক্তি হাজির করতে পারি। যদি তিনি প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য তা সবদিক থেকেই মঙ্গলজনক।'
ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফায় জয় পায় মেরিন লে পেনের কট্টর ডানপন্থি দল ন্যাশনাল র‍্যালি। দ্বিতীয় দফার ভোট হয় গত ৭ জুলাই। এতে জয় পায় বামপন্থি জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি)। কিন্তু দ্বিতীয় দফা ভোটেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি কোনো দলই। ফলে গঠিত হতে যাচ্ছে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট।
গত মঙ্গলবার (৯ জুলাই) এক্সিওস জানায়, ইসরায়েলি মন্ত্রী অ্যামিচাই চিকলির ওই সাক্ষাৎকারের পরদিনই নেতানিয়াহুকে ফোন করেন ম্যাক্রোঁ। ফোন করে তিনি বলেন, অ্যামিচাই চিকলির বক্তব্য পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য এবং এটি নির্বাচনে হস্তক্ষেপের শামিল।
প্রতিবেদন মতে, নেতানিয়াহু ম্যাক্রোঁকে আশ্বস্ত করেন, তিনি তার সব মন্ত্রীকে ফরাসি নির্বাচনের বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
মেরিন লে পেন ফ্রান্সের কট্টর ডানপন্থি রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। তার দল ন্যাশনাল র‍্যালি বরাবরই মুসলিমদের অভিবাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ন্যাশনাল র‍্যালির বর্তমান প্রধান জরদান বারদেলা লে পেনের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

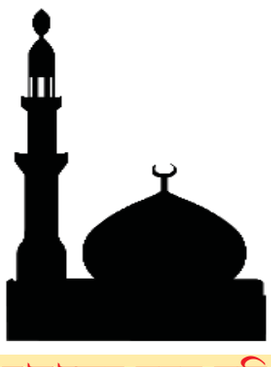

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৮	৪.৫৯
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

ফিলিপাইনে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের আঘাত

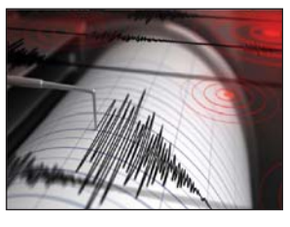

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বৃহস্পতিবার ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে এ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ৬৩০ কিলোমিটার (৩৯১.৪৬ মাইল)। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে না।

আগুন দিয়ে ৩ সন্তানকে হত্যা, অস্ট্রেলীয় বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ায় বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তিন সন্তানকে হত্যার অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ বলছে, পরিবারের বাকি সদস্যদেরও তিনি হত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ জানিয়েছে, আগুনে তার ৫ মাস বয়সী মেয়ে, ২ বছর বয়সী ছেলে এবং ৬ বছর বয়সী আরেক ছেলে মারা গেছে। ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে ৪, ৭ ও ১১ বছর বয়সী তিন ছেলে, ৯ বছর বয়সী মেয়ে এবং তাদের মা আছেন। ২৮ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনজনকে হত্যা, পাঁচজনকে হত্যাচেষ্টা এবং সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এদিকে পারিবারিক সহিংসতাকে অস্ট্রেলিয়া সরকার 'জাতীয় সংকট' ঘোষণা দেওয়ার পর এই ঘটনা ঘটল, যা দেশটিতে আতঙ্ক তৈরি করেছে। ঘরে আগুন দেওয়া এবং উদ্ধার তৎপরতায় বাধা দেওয়ার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির করবে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও জরুরি সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, রোববার সকালে ওয়েস্টার্ন সিডনিতে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশী ও উদ্ধারকারীরা বেঁচে যাওয়া চার সন্তান ও মাকে উদ্ধারে সহায়তা করেন।

ফিলিপাইনে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ১১ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের অন্তত ১১ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৩ জন। বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) ভোরে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় কাগায়ান প্রদেশে দক্ষিণে যাওয়ার পথে মহাসড়কে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ ঘটে বাসটির। এতে প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত ট্রাকটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় বাস এবং ট্রাকের যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে।
দেশটির পুলিশ কর্মকর্তা অ্যান্টোনিও পালাটাও জানান, একই পরিবারের ১৪ জন সদস্য নিয়ে টয়োটা হাইলাক্স মডেলের ট্রাকটি হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় অপর দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাসের সঙ্গে ট্রাকটির সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ট্রাকযাত্রীর সব সদস্য নিহত হয়েও বাসের সব যাত্রীই অক্ষত ছিলেন।
উদ্ধারকর্মীরা জানান, যাত্রীবাহী বাসটির চালক ও হেলপার গুরুতর আহত হলেও এর ২৩ জন যাত্রীর সবাই অক্ষত আছেন।

চিনের রেকর্ড বৃষ্টিপাত, মৃত ৬

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রেকর্ড বৃষ্টিপাতে অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা শিনহুয়া। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত চংকিংয়ের মেগাসিটির কাছে দিয়ানজিয়াং কাউন্টিতে ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে একটি বাড়ি ধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত তিনজন ভূমিধসে আটকা পড়েছে। এ ছাড়া প্রায় সাত হাজার মানুষ ঝড়-বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৭০ জনকে সরে যেতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার 'ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয়ে' চারজন মারা গেছে এবং আরো দুজন 'ডুবে' গেছে।

Tender

Notice Inviting e-Tender

Under designated has invite e-tender for 15th Tied (01) nos scheme Details are available at https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office
Swarupnagar, North 24 Parganas

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮৭ সংখ্যা, ২৮ আষাঢ় ১৪৩১, ৫ মহরম, ১৪৪৬ হিজরি

অনিয়মই নিয়ম

‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।’ ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে—সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। উর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন—এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।’ (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব—যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে—সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া’ করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে—সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

পুতিন-কিম জং উনের দাপট বাড়ানোর পেছনে কে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি পিয়ংইয়ং সফর করে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এর পরপরই উন নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে ওয়াশিংটনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এটি আমেরিকার মিত্রদের বিচলিত করেছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার হুমকি দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কারণে এবারই যে প্রথম এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। বর্তমানে যে আশঙ্কার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য একজন ব্যক্তির বিতর্কিত কাজকে দায়ী করা যেতে পারে। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্প যখন ক্ষমতায়, তখন তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলোকে খামখেয়ালি ও বিপজ্জনক হিসেবে দেখা হতো। বিশেষ করে, যখন ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার স্বৈরশাসক কিম ২০১৭ সালে পাল্টাপাল্টি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছিলেন, তখন উত্তেজনা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ট্রাম্প ও কিম দুটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ওই বৈঠক দুটির পর প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দশকের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তবে পরে ট্রাম্পের আবেগপ্রবণতা ওই প্রচেষ্টাগুলোকে বিপথগামী করে ফেলে এবং আবার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মূলত বিশ্ব মঞ্চে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার এবং পূর্বসূরি বারাক ওবামার মতো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেতার একটি সুযোগ পাওয়া যাবে মনে করে ট্রাম্প কিমের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের জন্য চাপ দিয়েছিলেন।

এটি একটি কঠোর বাস্তবতাও প্রতিফলিত করেছিল। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রথম ও একমাত্র বৈঠকে ওবামা সতর্ক করেছিলেন, উত্তর কোরিয়া লাখ লাখ আমেরিকান নাগরিককে হত্যা করতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা অর্জনের পথে রয়েছে। ওবামা ট্রাম্পকে এ-ও বলেছিলেন, উত্তর কোরিয়াকে এ ধরনের সজ্জিত হওয়া ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পূর্বনির্ধারিত হামলা চালাতে হতে পারে।

কিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য ট্রাম্পের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাব উত্তর কোরিয়ার স্বপ্নপূরণ ছিল। কারণ, ট্রাম্পের ওই প্রস্তাব বিশ্ব মঞ্চে উত্তর কোরিয়ার গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি পিয়ংইয়ং সফর করে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এর পরপরই উন নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে ওয়াশিংটনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এটি আমেরিকার মিত্রদের বিচলিত করেছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার হুমকি দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কারণে এবারই যে প্রথম এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। বর্তমানে যে আশঙ্কার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য একজন ব্যক্তির বিতর্কিত কাজকে দায়ী করা যেতে পারে। তিনি হলেন **যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। লিখেছেন জোয়েল এস উইট...**

দাদা ও বাবার মতো কিমও তাঁর দেশের অনুন্নত অর্থনীতিকে আধুনিক করতে চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি (যা উত্তর কোরিয়াকে প্রতিরক্ষা থেকে বেসামরিক অর্থনীতিতে তার সম্পদ স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছিল) প্রক্রিয়াটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি অর্জনের জন্য কিম তাঁর পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এমনকি ট্রাম্প ও কিম যখন প্রকাশ্যে পাল্টাপাল্টি হুমকি দিচ্ছিলেন, তখনো তাঁরা গোপনে শীর্ষ বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই উত্তর কোরিয়ানরা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কিমের দেখা করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরে দুই পক্ষের গোপন আলোচনার সময় উত্তর কোরিয়ার গোয়েন্দারা সিআইএর গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ট্রাম্প কিমের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে আন্তরিক কি না।

যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের সরকারি নীতি ছিল উত্তর কোরিয়ার নেতাদের আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করা, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি ‘নেতার সঙ্গে নেতার’ শীর্ষ বৈঠকের ধারণাটিকে বেছে নিলেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি জাতিসংঘের একজন দূতের মাধ্যমে কিমকে একটি বৈঠকের প্রস্তাব পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে ট্রাম্প ও কিম দুটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ওই বৈঠক দুটির পর প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দশকের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তবে পরে ট্রাম্পের আবেগপ্রবণতা ওই প্রচেষ্টাগুলোকে বিপথগামী করে ফেলে এবং আবার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে। মূলত বিশ্ব মঞ্চে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার এবং পূর্বসূরি বারাক ওবামার মতো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেতার একটি সুযোগ পাওয়া যাবে মনে করে ট্রাম্প কিমের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের জন্য চাপ দিয়েছিলেন।

প্রকৃত সত্যটা হলো, উত্তর কোরিয়াকে আরও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহ করা থেকে ফেরানোর একমাত্র উপায় ছিল কিমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়া।

ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার এবং পরীক্ষার এলাকাগুলো অকার্যকর করতে শুরু করার জন্য কিমের একতরফা সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন।

লক্ষণীয়ভাবে কিম একটি বড় অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচিও ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ধারণা করা যায় যে কিম আশা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার দ্বন্দ্ব শিগগিরই শেষ হবে।

কয়েক দশকের শত্রুতার অবসান তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব নয়। ২০১৮ সালের জুনে সিঙ্গাপুরে প্রথম ট্রাম্প-কিম শীর্ষ বৈঠকটিতে ট্রাম্প নিজেই এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হয়তো এ কারণেই তিনি সহযোগীদের বলেছিলেন, এটি একটি ‘প্রক্রিয়া’, যার জন্য বেশ কয়েকটি শীর্ষ বৈঠকের প্রয়োজন হতে পারে।

ট্রাম্পের কথাই যে ঠিক ছিল, তা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে হ্যানয়ে কিমের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বৈঠকের সময় বোঝা গিয়েছিল। ওই বৈঠকের আগে ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিফেন বিগান ও উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র দর-কষাকষি হয়েছিল।

সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়া কতটুকু পারমাণবিক কর্মসূচি অকার্যকর করবে এবং তার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে, তা নিয়ে দীর্ঘ সময় রশি-টানাটানি হয়েছে।

ট্রাম্প ও কিম এই সমস্যাগুলো সমাধানের অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছিলেন। ট্রাম্প যতটা ছাড় দিতে রাজি ছিলেন, কিমের দাবি তা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে অধৈর্য চরিত্রের জন্য সুবিদিত ট্রাম্পের সঙ্গে কিমের ঝগড়া বেঁধে যায় এবং আকস্মিকভাবে শীর্ষ সম্মেলনটি সংক্ষিপ্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দুঃখজনকভাবে, আলোচনা যখন একটি সমাধানমূলক পরিণতির দিকে যেতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই ট্রাম্প আবেগতাড়িত হয়ে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

সিদ্ধান্তটি ঠিক তখনই এসেছিল, যখন আলোচনা গতি আসতে শুরু করেছিল।

ধারণা করা হয়, কিম তাঁর পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করতে রাজি না হওয়ায় সম্মেলনটি ভেস্তে গিয়েছিল।

অনেকে মনে করেন, ট্রাম্পের সে সময়কার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ট্রাম্পকে বৈঠক ভেস্তে দিতে উসকানি দিয়েছিলেন। তবে দিন শেষে বৈঠকটি ব্যর্থ হওয়ার জন্য সবাই কমবেশি ট্রাম্পকেই দায়ী করে থাকেন।

ওই বৈঠক যদি সফল হতো, তাহলে হয়তো আজ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার একধরনের সমঝোতার সম্পর্ক থাকত। আর সেটি হলে আজ পুতিনের সঙ্গে উনের সহযোগিতা চুক্তি হতো না; উনও আমেরিকার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিতে পারতেন না।

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

জোয়েল এস উইট হেনরি এল স্টিমসন সেন্টারের নর্থ ইস্ট এশিয়া সিকিউরিটি স্টাডিজের একজন ডিসটিংগুইশড ফেলো।

লিখতে গেলে ভাষাজ্ঞান জরুরি

পাভেল আখতার

সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্ফোরণের এই যুগে লেখালিখিরও একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে এটি ; ফেসবুক যার মধ্যে অন্যতম। অনেকেই ভাল লেখেনও। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ’ল, অধিকাংশ লেখকের লেখায় ব্যাকরণগত নানা ভুলভ্রান্তি, বিশেষত বানানবিভ্রাট নিত্যদিন দেখে চোখ পীড়িত হয় ! কোথায় ‘বাধা’ হবে আর কোথায় ‘বাঁধা’ হবে--অর্থাৎ, চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার, কোথায় ‘র’ ও কোথায় ‘ড়’ হবে তা নিয়ে ব্যাপক বিভ্রাট চোখে পড়ে। এছাড়া ‘ন’, ‘ণ’ এবং ‘শ’, ‘স’, ‘ষ’--এগুলির ভুলভ্রান্তি তো আছেই। অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লেখাতেও এ-জাতীয় ভুল আকছার দেখা যায়। জানি না, পারি না, যাব না--অনেকেই দেখি লেখেন জানিনা, পারিনা, যাবনা। অনেকেই লেখেন--’সে যাই’, ‘আমি যায়’ ! একদমই ভুল। এরকম বহু বিচিত্র সব ভুলের পাহাড়। আমরা কেউই সম্পূর্ণ নির্ভুল নই। কিন্তু নিজের মাতৃভাষা ঠিকঠাক বলতে ও লিখতে পারার অভ্যাসটা রপ্ত করার ব্যাপারে আন্তরিকতায় ঘাটতি থাকা কাম্য নয়। সেজন্য একটু জেনে নেওয়ার কষ্ট তো করতেই হবে, তাই না ?

‘এই বিষয়ে তোমার মত কী ?’ ‘তুমি তোমার মতো থাকো।’ এই দুটি বাক্যে ‘মত’ ও ‘মতো’ শব্দ দুটির বানান আলাদা। কিন্তু, অনেকের লেখাতেই ‘গোলমাল’ দেখছি। বহুদিন ধরে লিখছেন, লেখালেখি করছেন, এমন অনেকের লেখাতেও অজস্র বানান ভুল প্রায় নিত্যদিন চোখে পড়ছে। কবিতা বা ছড়াটা হয়তো কেউ খুব ভাল লিখেছেন, কিন্তু একাধিক বানান ভুল আছে। গদ্য লিখেছেন, সেখানেও একই দৃশ্য। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক ! ‘ণত্ব-ষত্ব’র দশা তো সাংঘাতিক। সামান্য ‘গ্রহণ’ শব্দটাও ‘গ্রহন’ লিখছেন। এরকম ভুল বিপুল। বিচিত্র ধরনের ভুল। সবচেয়ে বিস্ময়কর কোনও কোনও ‘শিক্ষকের’ লেখাতেও বানান ভুল ! একজন শিক্ষক ভুল জানলে ছাত্র কী শিখবে ? একথা ঠিক যে, ফেসবুকের সৌজন্যে বাংলায় কিছু লেখার জোয়ার এসেছে এটা খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু, শুদ্ধ বানানের প্রতি লেখকদের আরও যত্নবান হতে দেখলে ভাল লাগত। বাংলায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির বানানে যে পার্থক্য আছে তা না-জানলে বিপত্তি অনিবার্য। সেক্ষেত্রে যে জায়গায় যে শব্দটা দরকার সেটা ব্যবহৃত না-হয়ে উল্টোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেটাই সচরাচর হয়েও থাকে। উদাহরণ দিই। নজরুল লিখলেন : ‘‘কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী’’--এখানে ‘কূল’ বলতে তিনি নদীতটের কথা বোঝাচ্ছেন। কিন্তু, কেউ যদি ‘কুল’ লেখে, যার অর্থ ‘বংশ’, তাহলে কবির নৌকোখানি কোথায় এসে ভিড়ছে তা ভাবা যায় ! একই উচ্চারণে একাধিক শব্দ থাকার জন্যেই তো এই পৃথক বানানের ব্যবস্থা। ‘নদীতে বান এসেছে’--এর পরিবর্তে যদি কেউ ‘বাণ’ লেখে তাহলে কেমন হয় ? আবার, ‘পাখিটার বুকে বান (হবে ‘বাণ’) মেরো না’--তাহলেই-বা কেমন হয় ? সব গোলমাল। ধরা যাক বোঝাতে চাইছি যে, লোকটার অক্ষরজ্ঞান আছে। অর্থাৎ, ‘লোকটা সাক্ষর’। কিন্তু, বলে ফেললাম, ‘লোকটা স্বাক্ষর’। তাহলে কী দাঁড়াল ? আসলে কিছুই দাঁড়াল না। কারণ, ‘স্বাক্ষর’ মানে তো ‘সই’। হায় ! ‘জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই’--হীরকের রাজা অবশ্য ‘অন্য কারণে’ কথাটা বলেছিল। কিন্তু, গড় বাঙালির আরাধ্য হ’ল--’অনীহা’ ও ‘আলস্য’। লিখতে গেলে কী লিখব এবং কীভাবে লিখব দুটোই জানতে হবে। অথচ এই ব্যাপারে বাঙালির ঔদাসীন্য আকাশ ছুঁয়েছে ! অবস্থা দেখে মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, বাঙালি কি আদৌ তার ভাষাটাকে ভালবাসে ? ফেসবুকের বিভিন্ন লেখায়, নানা মন্তব্যে এত এত ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে যে, সেসব দেখে এই সন্দেহ বা সংশয়টাই ক্রমশ প্রবল হচ্ছে মনে। বানানে, বাক্য গঠনে নিত্যদিন অজস্র ভুল দেখে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করি ! মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা থাকলে এই অপরিমেয় অবহেলা, ঔদাসীন্য কি প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব ? অজ্ঞতা থেকে ভুল হতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে, একজন মানুষ দিনের পর দিন অসংশোধিত বা অপরিবর্তিত জায়গায় থাকবেন, ভুলের সহযাত্রী হয়েই চলবেন--এ যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! অথচ, নির্মম বাস্তবতা এটাই ! এই দুঃখ, অন্তর্যাতনা রাখব কোথায় ?

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করি। অনেকেই ইংরেজি হরফে বাংলা লেখেন। তারা কি এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেন না ? বাংলা হরফে বাংলা লেখা পড়া চোখের পক্ষে আরামদায়ক। ইংরেজি হরফে বাংলা পড়তে খুবই অসুবিধা হয়। ভাষা যখন বাক্যবাহিত হয়ে পাঠকের সামনে আসে তখন পাঠক্রিয়াটি সহজতর হওয়া অভিপ্রেত। ইংরেজি হরফে লিখব কেন, যখন আমার নিজস্ব হরফ আছে ? আমরা যে বাংলায় কথা বলি সেখানে কি ইংরেজি হরফের অস্তিত্ব থাকে ? তাহলে লেখার ক্ষেত্রেই-বা থাকবে কেন ? ‘তাড়াহুড়ো’, ‘সময়ের অভাব’ এসব কোনও ‘কাজের কথা’ নয় ।

মনে মনে ভেবেই নাড়ানো যাবে কৃত্রিম পা, বাজারে আসবে কবে

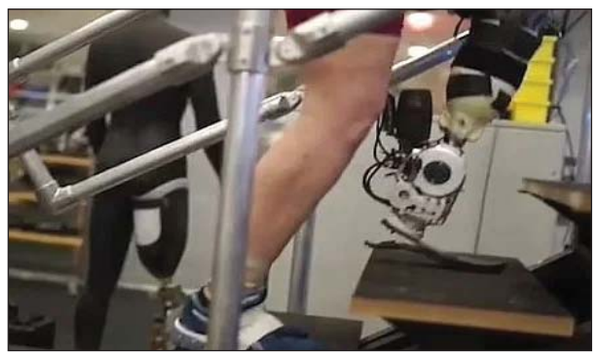

আপনজন ডেস্ক: মস্তিষ্ক থেকে পাঠানো সংকেত অনুযায়ী নড়াচড়া করতে সক্ষম বায়োনিক পা তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) গবেষকেরা। ফলে মনে মনে চিন্তা করেই শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এই বায়োনিক পা নাড়ানো যায়। শুধু তা-ই নয়, কৃত্রিম এই পা ব্যবহার করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামাও করা সম্ভব। ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পা হারানো ব্যক্তিরা এই বায়োনিক পা ব্যবহার করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সহজে করতে পারবেন।

বায়োনিক পা মূলত মানুষের পেশি থেকে মস্তিষ্কের সংকেত সংগ্রহ করে থাকে। এ জন্য ব্যবহারকারী শরীরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কৃত্রিম পেশি যুক্ত করা হয়। এরপর পেশি নড়াচড়া করার সংকেতকে রোবোটিক প্রযুক্তির উপযোগী করে রূপান্তর করা হয়। ফলে পা নাড়ানোর কথা ভাবলেই রক্তমাংসের পায়ের মতো বায়োনিক পা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বায়োনিক পায়ের কার্যকারিতা পরীক্ষাও করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে দেখা গেছে, বায়োনিক পা ব্যবহার করে দ্রুত হাঁটার পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারছেন ব্যবহারকারীরা। উঁচু-নিচু পথে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি না থাকায় স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলাফেরা করতে পারছেন তাঁরা। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই বায়োনিক পা বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আনা হতে পারে।

চার্জিংয়ের ভবিষ্যৎ ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং

আপনজন ডেস্ক: ইনফিনিক্সের নোট ৪০ সিরিজের স্মার্টফোনে ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তি তরুণদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এতদিন পর্যন্ত উন্নত এই প্রযুক্তি শুধু আইফোনেই পাওয়া যেত, তবে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরাও এখন এই সুবিধা ভোগ করতে পারছেন। এই পদক্ষেপের কারণে একদিকে যেমন চার্জিংয়ের চিত্র বদলে গেছে অন্যদিকে চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ডও স্থাপিত হয়েছে।

এমন সময়ে এই প্রযুক্তির ঘোষণা এলো, যখন স্মার্টফোন শিল্প ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। প্রযুক্তির উন্নতি এবং গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে ইনফিনিক্স দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং প্রযুক্তি চালু করা সেই প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন। এর আগে কিউআই প্রটোকল ২.০-এর মাধ্যমে শুধু অ্যাপল ডিভাইসে এই প্রযুক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। অ্যান্ড্রয়েড

স্মার্টফোন ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ইনফিনিক্সই প্রথম এই প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে।

ম্যাগচার্জ প্রযুক্তির মাধ্যমে ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিংকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে ইনফিনিক্স, এমনকি অ্যাপলের প্রযুক্তিকেও এটি ছাড়িয়ে গেছে। ফোনের কয়েল ও চার্জারকে নিরাপদে যুক্ত করার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন চার্জিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করছে ইনফিনিক্সের ম্যাগচার্জ প্রযুক্তি। ফলে সুনির্দিষ্ট অ্যালাইনমেন্টের প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে একটি স্থিতিশীল চার্জিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত হয়।

তাছাড়া, ইনফিনিক্সের ম্যাগকিট ব্যবহারকারীদের পূর্ণাঙ্গ ম্যাগনেটিক চার্জিং সল্যুশন প্রদান করে। এই ম্যাগকিটের অন্তর্ভুক্ত ম্যাগপাওয়ার দেয় সত্যিকারের "ম্যাগনেটিক চার্জিং," যার জন্য কোনো শক্তির উৎসের কাছাকাছি থাকারও কোনো প্রয়োজন হয় না। ফলে ফোনটি ব্যবহার করা যায় আরও সহজে।

নোট ৪০ সিরিজের ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং ফিচারের সাথে আরও আছে চমৎকার একটি আল্ট্রা-থিন ম্যাগনেটিক পাওয়ার ব্যাংক। মাত্র ৮.৬ মি.মি. পুরুত্ব ও ৮৬ গ্রাম ওজনের পাওয়ার ব্যাংকটি সহজেই বহনযোগ্য। এই পাওয়ার ব্যাংকের সক্ষমতা ৩০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার, যা যেকোনো জায়গায় ফোনে চার্জ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পাওয়ার ব্যাংকটির ম্যাগনেটিক ডিজাইনের কারণে এটিকে সহজেই নোট ৪০ ফোনের পেছনের অংশে যুক্ত করা যায়। ফলে চার্জিংয়ের জন্য একটি নিরাপদ সংযোগ তৈরি হয় এবং কোনো ক্যাবল বা অ্যাডাপ্টারের ঝামেলা ছাড়াই এটি চার্জ দেয়া যায়। এছাড়া, পাওয়ার ব্যাংকটি ঘড়ি ও হেডফোনের মতো অন্যান্য ইকোসিটেম পণ্যের সাথেও ব্যবহার করা যায়।

৫২ মিনিটের চার্জে টানা ২ দিন চলবে এই ফোন

আপনজন ডেস্ক: স্মার্টফোন নির্মাতা ওয়ানপ্লাস তাদের নতুন একটি স্মার্টফোন দেশের বাজারে ছেড়েছে। ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ফাইভজি মডেলের এই ফোন বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দিয়েছে ওয়ানপ্লাস।

ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ফাইভজিতে ব্যবহার করা হয়েছে ৫,৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। ফলে একবার পূর্ণ চার্জ করলে এটি টানা দুই দিন পর্যন্ত চলবে। ৫২ মিনিটেই ফোনটির শতভাগ চার্জ সম্পন্ন হয়।

ফোনটিতে রয়েছে ৬.৬৭ ইঞ্চির ১২০ হার্জ অ্যামোলেড পর্দা। এতে আরও আছে ৫০ মেগাপিক্সেল লিটিয়া ৬০০ মূল ক্যামেরা সেন্সর, ২ মেগাপিক্সেল ডেপথ-অ্যাসিস্ট ক্যামেরা ও ১৬ মেগাপিক্সেলের সামনের ক্যামেরা।

এতে রয়েছে ওয়ানপ্লাসের মালিকানাধীন ট্রিনিটি ইঞ্জিন-চালিত স্ন্যাপড্রাগন ৬৯৫ ফাইভজি মোবাইল প্ল্যাটফর্ম; যা দ্রুত গতির ফাইল শেয়ারিং, গেম খেলা ও ২.০ জিবিপিএস গতিতে ডাউনলোড করার সুবিধা দেবে।

ফোনটি নীল ও রুপালি রঙে পাওয়া যাবে। ৮ জিবি র‍্যাম ও ২৫৬ জিবি রমে ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ফাইভজি স্মার্টফোনের দাম শুরু হবে ২৭ হাজার ৯৯৯ টাকা থেকে। ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ফাইভজি কেনার জন্য আগাম ফরমাশ করা যাচ্ছে।

মসলা নয়, এবার খাবারের স্বাদ বাড়াবে স্মার্ট চামচ

আপনজন ডেস্ক: মসলা নয়, এবার খাবারের স্বাদ বাড়াবে স্মার্ট চামচ–এ কী সত্যিই? হ্যাঁ, ঠিক এমন চামচই উদ্ভাবন করেছে জাপানের প্রতিষ্ঠান কিরিন হোল্ডিংস। এই স্মার্ট চামচটির নাম ইলেসিস্পুন। স্মার্ট এ চামচ কম সোডিয়ামযুক্ত খাবারে অতিরিক্ত লবণ ছাড়াই এর লবণাক্ত স্বাদ বাড়িয়ে দেয়।

কিরিনের এই বিশেষ প্রযুক্তির চামচটি উদ্ভাবন হয়েছে ২ বছর আগে। এটি এখন বাণিজ্যিকভাবে বাজারে এলো। চামচটির ওজন ৬০ গ্রাম। আর এটি চলে রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে। প্রাথমিকভাবে ২০০ পণ্য অনলাইনে বিক্রির জন্য ছাড়ছে কিরিন। প্রতিটির দাম ১৯ হাজার ৮০০ ইয়েন (৯৯ ইউরো)।

চামচটি প্লাস্টিক ও ধাতুতে তৈরি। নিজেদের লবণ খাওয়ার অভ্যাস কমাতে বেগ পাচ্ছেন–এমন মানুষের জন্যই তৈরি এটি।

গবেষকদের দাবি, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেবে এই চামচ। অতিরিক্ত সোডিয়াম সেবনের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও অন্যান্য রোগের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার যোগসূত্র আছে।

চামচটির নির্মাতা কিরিনের তথ্য অনুসারে, এটি খাবারের অনুভূত লবণাক্ততা দেড়গুণ বাড়িয়ে দেয়। পণ্যটি বিকাশে সহায়তা করেছেন টোকিওভিত্তিক মেইজি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হোমেই মিয়াশিতা। এর আগে তিনি বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়–এমন এক বৈদ্যুতিক চপস্টিকের প্রোটোটাইপ দেখিয়েছেন তিনি।

স্মার্টফোনে বিজ্ঞাপন ছাড়াই ইউটিউব

আপনজন ডেস্ক: ইউটিউবে ভিডিও দেখার সময়ে যে বিজ্ঞাপনগুলো দেখা যায়, তা বেশ বিরক্তিকর। এসব বিজ্ঞাপন থেকে মুক্তি দিতেই নতুন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান এনেছে ইউটিউব। অর্থাৎ প্রতি মাসে টাকা খরচ করলেই অ্যাড-ফ্রি ইউটিউব উপভোগ করা যাবে। নতুন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি আন্তর্জাতিকভাবে লঞ্চ করা হয়েছে। কোনো রকম অ্যাড ছাড়া ইউটিউব দেখতে চাইলে এই সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে ব্যবহারকারীদের। এই দাম ফিক্সড রাখা হয়েছে। মাসে খরচ হাজারখানেক টাকা। এই সাবস্ক্রিপশন নিলে তবেই অ্যাড-ফ্রি ইউটিউব উপভোগ করতে পারবেন।

ইউটিউব প্রিমিয়াম নেয়ার জন্য অ্যাপে গিয়ে প্রোফাইল পিকচার অপশনে ট্যাপ করতে হবে। তারপর Get Youtube Premium অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার যে প্ল্যানটি নিতে চান, সেটি সিলেক্ট করে টাকা পেমেন্ট করলেই আপনি ইউটিউবের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবেন।

ইউটিউব প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের অধীনে এই প্যাকগুলো আনা হয়েছে। কোম্পানি জানিয়েছে, তারা নতুন প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানের উপর কাজ শুরু করেছে। এবং সেসব প্ল্যান সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর একটা বড় অংশ ইউটিউব ব্যবহার করেন। এই প্ল্যাটফর্মে নানা বিষয়ে ভিডিও উপভোগ করা যায়। দর্শকদের পাশাপাশি বহু মানুষের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমও হয়ে উঠেছে ইউটিউব। কিন্তু, এই প্ল্যাটফর্মে ভিডিওর মাঝে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখার আনন্দ নষ্ট করে দেয়। এই টাকা খরচ না করলে কি ইউটিউব দেখা যাবে না? এই প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। ভিডিও প্ল্যাটফর্মটি স্পষ্টত জানিয়েছে, ইউটিউব সম্পূর্ণ ফ্রি। অর্থাৎ এখানে ভিডিও দেখার জন্য এক টাকাও খরচ করতে হবে না। তবে যারা নন-প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবার তাদের ভিডিওর মাঝে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখতে হবে। সেই বিজ্ঞাপন শেষ হলেও তবেই ভিডিওটি চালানো যাবে।

মরুভূমির শেওলা কি প্রাণ আনতে পারবে মঙ্গল গ্রহে

আপনজন ডেস্ক: যাঁরা হলিউডের বিখ্যাত 'দ্য মার্শিয়ান' সিনেমা দেখছেন, তাঁরা জানেন, সেই সিনেমার নায়ক ম্যাট ডেমন মঙ্গল গ্রহে কীভাবে আলু চাষ করেন। এবার চীনের একদল বিজ্ঞানী মরুভূমিতে থাকা বিশেষ ধরনের শেওলা খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলো মঙ্গল গ্রহের রুক্ষ পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। মোজাভে মরুভূমি ও অ্যান্টার্কটিকায় জন্মানো এই শেওলার মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটানো যেতে পারে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

'সিন্ট্রিচিয়া ক্যানিনারভিস' নামের মরু শেওলাটি খরা, উচ্চমাত্রার বিকিরণ ও চরম ঠান্ডা পরিবেশেও ভালোভাবে বাঁচতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের কঠিন পরিবেশে এই শেওলা ব্যবহারের কথা ভাবছেন। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেওলাবিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট ম্যাকড্যানিয়েল বলেন, স্থলজ উদ্ভিদ চাষ করা যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গাছপালা দক্ষতার সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি বিশ্লেষণ করে অক্সিজেন ও কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে।

সাধারণভাবে মরু শেওলা খাওয়ার উপযোগী নয়। তবে মরু শেওলা মহাকাশ ও মঙ্গল গ্রহে গাছ চাষের নতুন উপায় হতে পারে।

দ্য ইনোভেশন জার্নালে মরু শেওলার মঙ্গল গ্রহের বুকে সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন চীনের গবেষকেরা। সেখানে বিজ্ঞানী আগাতা জুপানস্কা জানিয়েছেন, গাছপালা বৃদ্ধির জন্য মরু শেওলা মঙ্গল গ্রহপৃষ্ঠের পাথুরে উপাদানকে সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত করতে সাহায্য করতে পারে। মরু শেওলা কেবল কঠিন পরিবেশে বেঁচে থাকে না, পানিশূন্য পরিবেশেও দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। শুধু তা-ই নয়, মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রাতেও পাঁচ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে এসব শেওলা। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মরু শেওলা টিকে থাকে। শুধু তা-ই নয়, গামা রশ্মির সংস্পর্শে আসার পরও শেওলার বৃদ্ধি হয়েছে। রুক্ষ পরিবেশ থেকে ফিরে এসে স্বাভাবিক বৃদ্ধির নজির খুব কম গাছেরই রয়েছে। বেশির ভাগ গাছপালা মহাকাশ ভ্রমণের চাপ সহ্য করতে পারে না। তাই পৃথিবীতেই মঙ্গল গ্রহের মতো তাপমাত্রা, গ্যাস ও বিকিরণ ব্যবহার করে মরু শেওলার সক্ষমতা পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

হোয়াটসঅ্যাপের ভয়েস মেসেজ এবার রূপ নেবে টেক্সটে

আপনজন ডেস্ক: জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিনিয়তই নতুন নতুন ফিচার উপহার দিয়ে আসছে তার ব্যবহারকারীদের। আর সেই ধারাবাহিকতায় হোয়াটসঅ্যাপ এবার নিয়ে এসেছে ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্ট নামে নতুন একটি আপডেট ফিচার। ভয়েস মেসেজ ট্রান্সক্রিপ্ট নামে এই ফিচারটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা যেকোনোও ভয়েস নোটকে টেক্সটে রূপান্তর করে পড়তে পারবেন। ফলে যেখানে অডিও মেসেজ শোনায় সমস্যা রয়েছে, সেখানে তার লেখ্য রূপ দেখে নিতে পারবেন ইউজাররা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নয়া ফিচার নিয়ে এরই মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তবে এই ফিচারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- এতে কেবল ইংরেজি নয়, অন্য ভাষাতেই টেক্সট করা যাবে। জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত ৫টি ভাষা ব্যবহার করা যাচ্ছে। হিন্দি, ইংরেজি, রুশ, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ। ভবিষ্যতে আশা করা যাচ্ছে যে, বাংলা বা অন্য স্থানীয় ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফিচারটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সংস্থার প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, আইফোন বিটার আপডেটে নতুন ফিচারটির দেখা মিলেছে।

ওয়েবিটাইনফোর এক রিপোর্টের দাবি, এবার তা অ্যান্ড্রয়েডেও চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। আর সেজন্য ইউজারদের ১৫০ এমবি অ্যাপ ডেটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। 'স্পিচ রেকগনিশন টেকনোলজি' ব্যবহার করে মুখের কথাকে লিখিত টেক্সটের চেহারা দেবে নয়া ফিচার।

এছাড়া ইউজাররা ভয়েজ ট্রান্সক্রিপিংয়ের জন্য যখন নিজেদের মত ভাষা বেছে নিতে যাবে, তখন তাদের একটি প্যাকেজ ডাউনলো করে নিতে হবে। ভাষার প্যাকেজটি ব্যবহারকারীর ফোন, ট্যাবলেট, পিসিতে স্থানীয়ভাবে প্রতিলিপি প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেবে। এতে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনও থাকবে, রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভিডিও কলিং ফিচারটিরও আপডেট এনেছে মেটার মালিকানাধীন সংস্থাটি। যার ফলে ভিডিও কলে এবার থেকে সর্বোচ্চ ৩২ জনকে যুক্ত করা যাবে। এছাড়াও এবার থেকে স্ক্রিন শেয়ারিংয়ের সময়ও অডিও সাপোর্ট মিলবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ল্যাপটপের ঘোষণা মাইক্রোসফটের

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে শুরু হবে মাইক্রোসফটের বিল্ড সম্মেলন। তিন দিনের এ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির ডেভেলপার বা প্রোগ্রামাররা অংশ নেবেন। কিন্তু বিল্ড সম্মেলনের এক দিন আগে সোমবার হঠাৎ করেই নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুল 'কোপাইলট প্লাস' যুক্ত দুটি মডেলের ল্যাপটপ বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। স্ন্যাপড্রাগন এক্স ইলাইট/এক্স প্লাস এআরএম প্রসেসরে চলা ল্যাপটপ দুটি ১৮ জুন থেকে বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

ল্যাপটপগুলো কিনতে গুনতে হবে সর্বনিম্ন এক হাজার মার্কিন ডলার বা ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ১১৭ টাকা ধরে)।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, বাজারে আসতে যাওয়া 'সারফেস প্রো' ২০২৪ সংস্করণের মডেলের ল্যাপটপটির পর্দার আকার ১৩ ইঞ্চি। এটি ইন্টেল প্রসেসরে চলা আগের মডেলের তুলনায় ৯০ শতাংশ দ্রুত কাজ করবে।

'সারফেস ল্যাপটপ' ২০২৪ সংস্করণের নামের অপর মডেলটি দুটি সংস্করণে পাওয়া যাবে। ১৩ দশমিক ৫ এবং ১৫ ইঞ্চি পর্দার ল্যাপটপ দুটি আগের সংস্করণের তুলনায় ৮০ শতাংশ দ্রুত কাজ করবে। সব কটি ল্যাপটপেই 'কোপাইলট প্লাস' টুল যুক্ত থাকায় ব্যবহারকারীরা সহজেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে ছবি তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ দ্রুত করা যাবে।

মাইক্রোসফটের এআই চ্যাটবট কোপাইলটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরির পাশাপাশি এক্সেলে বিভিন্ন টেবিল তৈরি করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ছবি তৈরির পাশাপাশি লিখিত প্রম্পটের মাধ্যমে আউটলুকে আসা ই-মেইলের উত্তর লেখাসহ বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তুর সারাংশ তৈরি করা যায়।

রোবটে মানুষের মস্তিষ্কের কোষ!

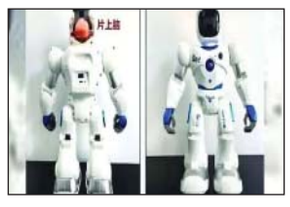

আপনজন ডেস্ক: মানুষের মস্তিষ্কের স্টেম সেল ব্যবহার করে রোবট তৈরি করেছেন চীনা বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবি, কৃত্রিম এ মস্তিষ্ক ব্যবহার করে জটিল সব কাজ করতে পারে রোবটটি। এমনকি রোবটটি হাতের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে প্রতিদিনই শিখছে। গবেষকদের মতে, জৈবিক মস্তিষ্কের কিছু বুদ্ধিমত্তা দেখানোর সময় 'ব্রেইন-অন-চিপ'রোবটটি মৌলিক কিছু কাজ শিখতে পেরেছিল। উদাহরণ হিসেবে, তার হাত নাড়ানো, বাধা এড়ানো এবং বস্তু আঁকড়ে ধরা। চীনের তিয়ানজিন ইউনিভার্সিটি ও সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির একদল বিজ্ঞানী ল্যাবে তৈরি মস্তিষ্কের সঙ্গে একটি ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেইস জুড়ে দেন বলে প্রতিবেদনে লিখেছে ইন্ডিপেনডেন্ট। এটিই মস্তিষ্কটিকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দিচ্ছে।

চিপের মধ্যে ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারফেইস এমন এক প্রযুক্তি, যা একটি ইন ভিট্রো কালচারড 'মস্তিষ্ক' ব্যবহার করে। পাশাপাশি এতে ইলেক্ট্রোড চিপ রয়েছে–যা এনকোডিং-ডিকোডিং ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। বলেছেন তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্ড হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টিগ্রেশন হাইহে ল্যাবরেটরি-এর নির্বাহী পরিচালক মিং ডং। কাজ করার জন্য মানুষের মস্তিষ্কের মতোই তরল পদার্থ, পুষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, এমনকি প্রতিরক্ষামূলক আবরণও দরকার হয় কৃত্রিম এ মস্তিষ্কের। 'ব্রেইন-অন-চিপ' প্রযুক্তির উদীয়মান এ খাত হাইব্রিড বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সহায়তা করে 'বিপ্লবী প্রভাব' ফেলবে বলে দাবি করেছেন গবেষকরা।

এক ফোন থেকে অন্য ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট নেয়া যাবে কিউআর কোড স্ক্যান করে

আপনজন ডেস্ক: স্মার্টফোন পরিবর্তনের পর হোয়াটসঅ্যাপের কথোপকথন বা চ্যাট স্থানান্তর নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। তবে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি এই প্রক্রিয়াকে বেশ সহজ করে দিচ্ছে। যদিও সুবিধাটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এক স্মার্টফোন থেকে আরেক স্মার্টফোনে চ্যাট স্থানান্তর প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ড্রাইভে সংরক্ষণ করতে হতো। তারপর নতুন স্মার্টফোনে স্থানান্তর করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে নতুন একটি সুবিধা আনতে কাজ করছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন সুবিধাটি চালু হলে ড্রাইভে চ্যাট না রেখেও শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করে এক ফোন থেকে অন্য ফোনে চ্যাট স্থানান্তর করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। অ্যানড্রয়েডের বেটা সংস্করণ ২.২৪.৯.১৯-এ সুবিধাটি শিগগিরই পরখ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। এ সুবিধা চালু হলে চ্যাট ব্যাকআপের পাশাপাশি অন্যান্য কনটেন্ট বা আধেয়ও স্থানান্তর করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যার ফলে কোনো ড্রাইভ অ্যাকাউন্টে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য কিউআর কোড স্ক্যান করে চ্যাট স্থানান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। এমনকি এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কত দিন লাগবে, সেটিও জানা যায়নি।

অন লাইন

টপ গেজেট

উরুগুয়েকে হারিয়ে ২৩ বছর পর কোপার ফাইনালে কলম্বিয়া

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়া ১-০ উরুগুয়ে

শার্লোর্টের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ১০ জনের কলম্বিয়া। ৩৯ মিনিটে কলম্বিয়ার হয়ে গোলটি করেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জেফারসন লেরমা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন কলম্বিয়ান রাইটব্যাক দানিয়েল মুনোজ। এ জয়ে ২৩ বছর পর কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠল টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকা কলম্বিয়া। বাংলাদেশ সময় আগামী সোমবার সকাল ৬টায় মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে নেস্তর লরেঞ্জোর দল।

কলম্বিয়া জয়সূচক গোলটি পেয়েছে কর্নার থেকে। অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজের কর্নার থেকে হেডে গোলটি করেন ক্রিস্টাল প্যালেস সেন্টারব্যাক লেরমা। ১৯৯৩ সালে আর্জেন্টিনার পর কোপা আমেরিকার এক আসরে হেডে ন্যূনতম ৫ গোল করল কলম্বিয়া। ১৯৯৩ কোপায় শিরোপা জয়ের পথে হেড থেকে ৬ গোল পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকার চলতি আসরে এ নিয়ে ৬টি গোল বানালেন রদ্রিগেজ। ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের পর লাতিন আমেরিকার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কোনো বড় টুর্নামেন্টে ৬টি গোল বানানোর কীর্তি গড়লেন সাও পাওলো অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কোপা আমেরিকার এক আসরে সর্বোচ্চ গোল বানানোর রেকর্ডও এখন রদ্রিগেজের। ২০২১ কোপায় আর্জেন্টিনাকে শিরোপা জেতানোর পথে ৫টি গোল বানিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সেই কীর্তি পেছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়লেন কলম্বিয়ান তারকা।

কলম্বিয়া সর্বশেষ হেরেছে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্জেন্টিনার কাছে। তারপর টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার দলীয় রেকর্ড গড়ল সর্বশেষ ২০০১ সালে কোপার ফাইনাল খেলা কলম্বিয়া। সেবার ঘরের মাঠ বোগোতায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে মেক্সিকোকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলম্বিয়াকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিলেন হুয়ান কার্লোস রামিরেজরা।

তবে কলম্বিয়ার জন্য আজ ফাইনালে ওঠার কাজটা কঠিন করে ফেলেছিলেন মুনোজ। উরুগুয়ের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মানুয়েল উগার্তেকে কনুই মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তিনি। তখন প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের খেলা চলছিল। ম্যাচের বাকি সময়ে ১০ জন নিয়ে কলম্বিয়া ভালো লড়াই করেছে।

শ্রীলঙ্কার অধিনায়কত্ব ছাড়লেন হাসারাঙ্গা

আপনজন ডেস্ক: দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাস পরই শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ২৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার পদত্যাগের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানাননি, তবে বোর্ডের দেওয়া বিবৃতিতে 'শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে'র কথা বলা হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব পাওয়া হাসারাঙ্গা বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে শ্রীলঙ্কা আমার সর্বোচ্চটা সব সময়ই পাবে। সব সময়ের মতো আগামীতেও দল ও নেতৃত্বকে সমর্থন দিয়ে যাব।'

হাসারাঙ্গার ছয় মাসের নেতৃত্বে ১০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে শ্রীলঙ্কা, এর মধ্যে ছিল সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। যুক্তরাষ্ট্র ও

ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব থেকেই বাদ পড়ে শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপ শেষে দলটির কোচ ক্রিস সিলভারউড ও পরামর্শক মাহেলা জয়াবর্ধনে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়া।

চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। ২৬ জুলাই শুরু এ সিরিজের দল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এর আগেই নেতৃত্ব ছাড়লেন হাসারাঙ্গা। ধারণা করা হচ্ছে, টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব দেওয়া হতে পারে চারিত আসালাঙ্কাকে। গত ফেব্রুয়ারিতে হাসারাঙ্গা আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরণের দায়ে ২ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলে মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আসালঙ্কা।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নেতৃত্ব ছাড়লেও শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকবেন হাসারাঙ্গা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে মত ভারতের

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত। এর বদলে নিজেদের ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই বা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় তারা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মূল কর্তৃপক্ষ আইসিসির কাছে এমন অনুরোধই করতে যাচ্ছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের জন্য আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সময় নির্ধারণ করেছে। এরই মধ্যে তিনটি ভেন্যু চূড়ান্ত করে খসড়া সূচিও তৈরি করা হয়েছে। পিসিবি ভারতের সব ম্যাচ রেখেছে লাহোরে।

সরকারের অনুমতি না থাকার কারণে ২০০৮ সালের পর ভারতের ক্রিকেট দল পাকিস্তান

সফর করেনি। এ সময় পাকিস্তানও আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করেনি। গত বছর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পিসিবি। ভারত পাকিস্তানে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের ম্যাচগুলো হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়, যা 'হাইব্রিড মডেল' নামে পরিচিতি পায়। এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও একই ব্যবস্থায় খেলতে চায় ভারত। বার্তা সংস্থা এএনআইকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, 'ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না। আমরা আইসিসিকে বলব, ম্যাচগুলো যেন দুবাই বা শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়।' এর আগে গত ৬ মে বিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা বলেছিলেন, ভারত সরকারের সম্মতি পেলেই শুধু পাকিস্তানে যাবেন রোহিত-কোহলিরা, 'ভারত সরকার যা বলবে, আমরা সেটাই করব। সরকারের অনুমতি পেলে দল পাঠানো হবে।'

সরকারের অনুমোদন না থাকাতেই ২০১৩ সালের পর পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে খেলেনি ভারত। এ সময় দুই দল মুখোমুখি হয়েছে শুধু আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্টে। পিসিবি অবশ্য ভারত ক্রিকেট দল তাদের দেশে যাবে ধরে নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নেদারল্যান্ডসকে বিদায় করে ইউরোর টানা দ্বিতীয় ফাইনালে ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড ২ : ১ নেদারল্যান্ডস

ঘড়ির কাঁটা ৯০ মিনিট ছুঁই ছুঁই। অতিরিক্ত সময়ের প্রস্তুতিও প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু খেলাটাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন না ওলি ওয়াটকিনস। বদলি নামা এই অ্যাস্টন ভিলা ফরোয়ার্ড নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে করলেন দুর্দান্ত এক গোল। ওয়াটকিনসের এই গোলেই নেদারল্যান্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরোর টানা দ্বিতীয় ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে প্রথমবারের মতো নিজ দেশের বাইরে আয়োজিত কোনো বড় টুর্নামেন্টে ফাইনালের টিকিট পেল 'থ্রি লায়ন'রা। পাশাপাশি এ জয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোর ফাইনালে গেল ইংল্যান্ড। আগের ফাইনালে ইতালির কাছে টাইব্রেকারে হেরেছিল গ্যারেথ সাউথগেটের দল। এবার সেই যন্ত্রণা ভোলার সুযোগ পাচ্ছে ইংল্যান্ড। আগামী রোববার রাতে বার্লিনের ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন। যারা অন্য সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল ২-১ গোলে। ডর্টমুন্ডের সিগনাল ইদুনা পার্কে দর্শকেরা স্থির হয়ে বসার আগেই ইংলিশ গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেন ডাচ তারকা জাভি সিমন্স। বক্সের কাছাকাছি জায়গায় ডেকলান রাইসের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে ইংলিশ রক্ষণ তাক করে রীতিমতো কামান দাগান এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। সিমন্সের সেই শট থামানোর কোনো উপায় ছিল না ইংলিশ গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের। ম্যাচের ৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস।

গোল খেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। পরপর কয়েকবার আক্রমণে গিয়ে ডাচ রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেয় তারা। তেমনই এক আক্রমণ ঠেকাতে গিয়েই ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি উপহার দেয় নেদারল্যান্ডস। হ্যারি কেইনের শট ঠেকাতে গিয়েই তাঁকে ফাউল করে বসেন নেদারল্যান্ডসের ডেনজিল ডামফ্রিস। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। যদিও রেফারির এই সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ আছে। পেনাল্টিতে অবশ্য কোনো ভুল করেননি কেইন। সঠিক দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েও ইংলিশ অধিনায়কের শট ঠেকাতে পারেননি ডাচ গোলরক্ষক।

সমতা ফিরিয়েও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে ম্যাচের ২৩ মিনিটে দারুণভাবে ডাচ ডি-বক্সের ভেতর কোবি মাইনুর কাছ থেকে বল পেয়ে নেদারল্যান্ডস গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে গোলের উদ্দেশে বল বাড়ান ফিল ফোডেন।

ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি উপহার দেওয়ার দায়টা গোললাইন থেকে অবিশ্বাস্যভাবে সেই বল ফিরিয়ে শোধ করেন ডামফ্রিস। ইংলিশ আক্রমণের ধাক্কা সামলে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে নেদারল্যান্ডস। ২৯ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে ডামফ্রিসের নেওয়া হেড বারে না লাগলে তখনই ব্যবধান বাড়াতে পারত নেদারল্যান্ডস।

ডাচদের পর পোস্ট হতাশ করে ইংল্যান্ডকেও। ৩২ মিনিটে ডাচ বক্সের বাইরে থেকে ফিল ফোডেনের নেওয়া শট ফিরে আসে ফিরে আসে পোস্টে লেগে।

গতকাল কাছাকাছি জায়গা থেকেই প্রায় একই রকম শটে অবিশ্বাস্য এক গোল করে ফ্রান্সের বিপক্ষে স্পেনকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন লামিনে ইয়ামাল। তবে আজ সামান্যের জন্য হতাশ হতে হয়েছে ফোডেনকে।

আগের ম্যাচগুলোতে নিজেদের পারফরম্যান্সের জন্য সমালোচনার মুখে ছিল ইংল্যান্ড। তবে সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে সেটা অনেকটাই পুষিয়ে দেয় তারা। মাঝমাঠ দখলে রেখে দারুণ সব আক্রমণ তৈরি করে তারা।

বিপরীতে নেদারল্যান্ডসকে এ সময় প্রতি-আক্রমণের ওপর নির্ভর করেই খেলতে হচ্ছিল।

বিরতির পর দুই দলই সতর্কতার সঙ্গে শুরু করে। রক্ষণ সুরক্ষিত রেখে আক্রমণে চোখ রাখে তারা। যে কারণে এ সময় খেলা কিছুটা মন্থরও হয়ে পড়ে। এ সময়ও অবশ্য ইংল্যান্ডের পায়েই বেশিরভাগ সময় বল ছিল। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে প্রথমার্ধের মতো ফাঁকা পাচ্ছিল না তারা। ডাচ ডিফেন্ডাররা জায়গা সংকুচিত করে আনার কারণেই মূলত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল ইংলিশ ফরোয়ার্ডদের।

অন্য দিকে নেদারল্যান্ডস সুযোগ পেলেই চেষ্টা করছিল দ্রুত গতিতে প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার। তবে সফল হয়নি তারাও। এর মধ্যে ৬৫ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে ভার্জিল ফন ডাইকের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক সিমন। তবে আকস্মিক তৈরি হওয়া সুযোগগুলো বাদ দিলে ৪৫ থেকে ৭০ মিনিট পর্যন্ত কিছুটা নিষ্প্রাণ খেলায় হয়েছে।

ভিএআর ফুটবল 'ধ্বংস' করছে, বললেন ডাচ কোচ কোমান

আপনজন ডেস্ক: ডর্টমুন্ডে গতকাল ইউরোর সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোমান। তাঁর দাবি, ইংল্যান্ডে খেলা হলে এটা কোনোভাবেই পেনাল্টি হতো না। শুধু তা-ই নয়, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন কোমান। ভিএআরের মাধ্যমে এমন সব সিদ্ধান্তের কারণে ফুটবল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলেও মনে করেন এই ডাচ কোচ।

নেদারল্যান্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড। ৭ মিনিটে জাভি সিমন্সের গোলে ডাচরা এগিয়ে গেলেও ১৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে হ্যারি কেইনের গোলে সমতায় ফেরে ইংল্যান্ড। এরপর ৯০ মিনিটে ওলি ওয়াটকিন্সের গোলে ফাইনালের টিকিট পায় গ্যারেথ সাউথগেটের দল। কোমান প্রশ্ন তুলেছেন ইংল্যান্ডের পাওয়া পেনাল্টি নিয়ে। ম্যাচের ১৪ মিনিটে নেদারল্যান্ডসের বক্সে লাফিয়ে ওঠা বলে শট নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেইন। বল পোস্টে রাখতে পারেননি তিনি। তবে শটটি নেওয়ার পর ডাচ ডিফেন্ডার ডেনজেল ডামফ্রিসের বাধার শিকার হন কেইন। শটটি নেওয়ার পরপরই ডামফ্রিসের পা লেগেছে কেইনের পায়ে। রেফারি ফেলিক্স সভায়ের গোল কিকের বাঁশি বাজান। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ঘটনাটি ভিএআর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

তবে ধারাভাষ্যকারেরা বলেছেন, পেনাল্টি না-ও দেওয়া যেত। আর কোমান নিজেও খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন অসাধারণ ডিফেন্ডার। রুদ খুলিত-মার্কো ফন বাস্তেন-ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডদের সঙ্গে জিতেছেন ১৯৮৮ ইউরো। সাবেক ডিফেন্ডার হওয়ায় ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না কোমান।

'সন্তানদের জীবনের শপথ' নিয়ে ওয়াটকিন্স জানালেন, গোলটি তিনিই করতে চেয়েছিলেন হারের পর সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভ ঝেড়েছেন কোমান, 'এটা পেনাল্টি না। সে (ডামফ্রিস) শুধু শটটাই আটকাতে চেয়েছিল। হ্যারি কেইন শট নিয়েছে এবং তাদের পায়ে পায়ে সংঘর্ষ হয়েছে। ভিএআর এমন সব সিদ্ধান্ত দেওয়ায় ফুটবল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডে এই পেনাল্টি দেওয়া হতো না। ডিফেন্ডার হিসেবে তখন আর কী করা যেত? রেফারি অনেক হালকা ব্যাপারে বাঁশি বাজালেও আমরা কিন্তু সে কারণে হারিনি।'

নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক মনে করেন, এই পেনাল্টিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছে, 'পেনাল্টির মুহূর্তটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ড আত্মবিশ্বাস পেয়েছে। অনেক সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে যায়নি। কিন্তু রেফারি নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ

▶ *প্রথম পাতার পর*

■ ২০২৪ সালের ৪ জুলাই ডায়মন্ড হারবারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে জামিন মঞ্জুর করার পর আবেদনকারীর মৃত পুত্র প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং বমি করতে শুরু করেন, যার ফলে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

■ মৃত ব্যক্তি তার মাকে জানায় যে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে বৈদ্যুতিক শক, লাঠি দিয়ে পেটানো এবং তৃতীয় মাত্রার নির্যাতনসহ ধোলাহাট থানার পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে।

■ হেফাজতে নির্যাতনের ফলে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে আবেদনকারীর ছেলেকে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং অবশেষে ২০২৪ সালের ৮ জুলাই স্বস্তিক সেবা সদন নার্সিং হোমে মারা যান।

■ এর জন্য পুলিশ কর্মকর্তারা বৈধ কাগজপত্র উপস্থাপন না করেই আবেদনকারীর ছেলেকে আটক করার চেষ্টা করেছিল এবং একটি চুরির মামলার তদন্তের অভিযোগ এনে তাকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই হেফাজতে নিয়েছিল, যার ফলে আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন হয়েছিল।

■ আবেদনকারীর ছেলেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এখতিয়ারভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি, যা প্রতিষ্ঠিত আইন লঙ্ঘন করে শুরু থেকেই তার আটকাদেশ অবৈধ করে দেয়।

ষষ্ঠ।

■ আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের পুলিশ কর্তৃক হুমকি দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হেফাজতে নির্যাতনের প্রতিবেদন করতে না পারে এবং তাদের পছন্দসই আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়নি, যা ন্যায়বিচারকে বাধা দেয়।

■ ৯ জুলাই, ২০২৪-এ, পুলিশ লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পরে আবেদনকারীর স্ত্রী বৈদ্যুতিন মেইলের মাধ্যমে একটি অভিযোগ প্রেরণ করেছিলেন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা জবাবদিহিতার জন্য আন্দোলন করেছিলেন, যার ফলে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছিল যে বিপথগামী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

■ আবেদনকারীকে তার ছেলের মৃত্যুর পরপরই লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল কারণ পুলিশের এই শর্তে যে ময়নাতদন্তের পরে অন্য কোনও আত্মীয় নয়, কেবল তিনিই মৃতদেহ সংগ্রহ করতে পারবেন।

■ বিরোধী দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ)-এর সমর্থক হওয়ায় আবেদনকারী এবং তার পরিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এবং পুলিশের কাছ থেকে অযৌক্তিক চাপ ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, যারা বিরোধীদের দমন করার জন্য কাজ করছিল।

একাদশ।

■ ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান ধোলাহাট পুলিশের সাথে যোগসাজশে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন এবং অনৈতিক আচরণের বিরোধিতা করার প্রতিশোধ হিসাবে তার পাশবিক নির্যাতন ও মৃত্যুকে সহায়তা করেছেন।

■ সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে এই মৃত্যু হেফাজতে নির্যাতনের কারণে হয়নি, নিরপেক্ষতার অভাব প্রদর্শন করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত প্রয়োজন।

■ দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ এবং পুলিশ রেকর্ড টেম্পারিং বা মুছে ফেলার ঝুঁকি রয়েছে এবং এইভাবে সংশ্লিষ্ট সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের জন্য একটি আদেশ প্রয়োজন।

■ মৃত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল অফিসারের কাছে শারীরিকভাবে হাজির না করেই তার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার ফলে হেফাজতে নির্যাতনের ফলে প্রাপ্ত আঘাতগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে একটি মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল এবং কাকদ্বীপ হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করা উচিত।

■ ২০২৪ সালের ৯ জুলাই নিহতের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য এর ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হবে। যা এমন পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তা আরও করা উচিত।

■ পশ্চিমবঙ্গে হেফাজতে নির্যাতনের অতীতের ঘটনাগুলি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ উত্থাপন করে যে বাহ্যিক এবং তৃতীয় পক্ষের চাপের কারণে পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে না, যার ফলে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি স্বাধীন সংস্থার প্রয়োজন হয়।

■ ২০২৪ সালের ২ জুলাই থেকে আবেদনকারীর ছেলেকে আটক রাখা বেআইনি ছিল এবং পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধোলাহাট পুলিশ কর্তৃক পরবর্তীকালে নির্মম মারধর ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল।

■ আবেদনকারীর ছেলের মৃত্যুর জন্য উত্তরদাতা রাজ্য কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং আবেদনকারী ভবিষ্যতের আয়, সাহচর্য হ্রাস এবং শাস্তিমূলক ক্ষতির মতো বিষয়গুলি সহ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

■ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট হেফাজতে নৃশংসতা রোধে থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ধোলাহাট থানার এই ক্যামেরাগুলির ফুটেজ যথাযথ বিচারের জন্য সংরক্ষণ করা দরকার।

■ আবেদনকারীর কাছে অন্য কোনও সমানভাবে কার্যকর, উপযুক্ত, দ্রুত, কার্যকরী, সস্তা এবং পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার নেই এবং যদি মঞ্জুর করা হয় তবে প্রার্থনা করা ত্রাণগুলি পর্যাপ্ত হবে। ২১. এর জন্য এখানে প্রার্থিত ত্রাণগুলি এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন এবং অ্যাড অন্তর্বর্তীকালীন ফর্মগুলিতেও মঞ্জুর না করা হলে, আবেদনকারী মারাত্মকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবেন এবং অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন যা আর্থিক শর্তে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে না। তার জন্য আবেদনকারীর পরিবার শুধু মানসিক যন্ত্রণাই ভোগ করেনি, আবেদনকারীর ছেলের মর্মান্তিক ও অন্যায় ক্ষতির কারণে সম্ভাব্য আয়ের ক্ষতিও হয়েছে। এই ক্ষতির ব্যাপকতা ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের দাবি করে, তার ছেলের অধিকারের লঙ্ঘন এবং পরবর্তী সময়ে পরিবারের ক্ষতি বিবেচনায় নেয়।

এই মুহূর্তটির জন্য ১৩ বছর অপেক্ষায় ছিলেন রদ্রিগেজ

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকান রেফারি সিজার রামোস শেষ বাঁশি বাজাতেই কয়েকজন কলম্বিয়ান সতীর্থ উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন। হামেস রদ্রিগেজও হাতাহাতির অংশ হতে পারতেন। তা না করে তিনি সতীর্থদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। কারণটা অনুমেয়। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাথা গরম করার কোনো মানে হয় না। অহেতুক ব্যাপারটা কলম্বিয়ার বিপদও ডেকে আনতে পারে। দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সদস্য নিষেধাজ্ঞায় পড়লে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালে খেসারত দিতে হতে পারে। তা ছাড়া ম্যাচের ৫৫ মিনিটে রেফারি রামোসের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে রদ্রিগেজ নিজেও হলুদ কার্ড দেখেছেন। কলম্বিয়ার এই তারকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের তাই এমন বাড়তি সতর্কতা। বলতে পারেন বাড়তি দায়িত্ববোধও। কলম্বিয়ার অধিনায়কের বাহুবন্ধনী স্থায়ীভাবে পাওয়ার পর থেকেই রদ্রিগেজ যেন অন্য মানুষ। রদ্রিগেজের উপস্থিত বোধশক্তিও নজর কেড়েছে। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে জার্সি বিনিময়ের যে রীতি আছে, কলম্বিয়ার অধিনায়ক হিসেবে রদ্রিগেজও সেই রীতি মেনেছেন। কিন্তু উরুগুয়ের জার্সিটা তিনি পরেছেন উল্টো করে। ২৩ বছর পর কলম্বিয়া কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠেছে, যে দলকে তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

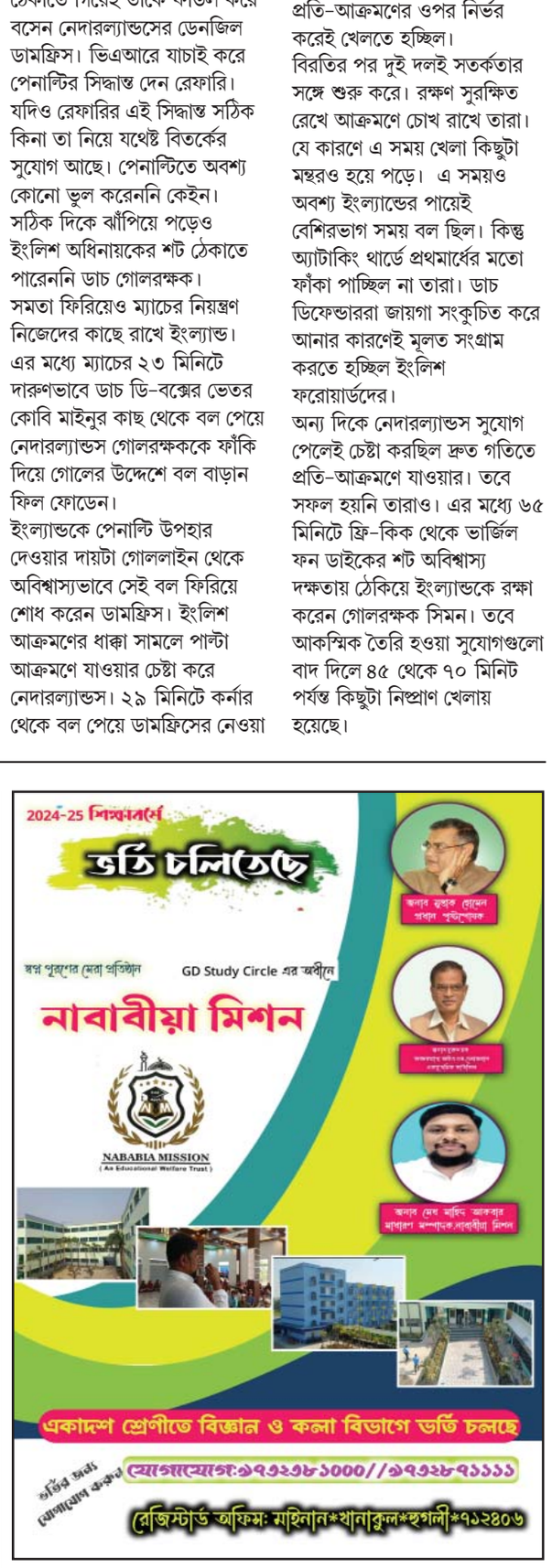

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**